493/B/3G.T.Road, South Howrah, (033)2641 4514,9830086733/9433387953

www.facebook.com/alipur.barta.5

সাপ্তাহিক

আলিপুর বার্তা

ইন্টারনেট সংস্করণ ঃ http://www.alipurbarta.org

গিরীশ ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলস ৪৯৩/ বি /৩, জিটি রোড, দক্ষিণ হাওড়া ফোন (০৩৩) ২৬৪১-৪৫১৪, ৯৮৩০০৮৬৭৩৩/ ৯৪৩৩৩৮৭৯৫৩

কলকাতা ঃ ৪৮ বর্ষ ঃ ২২ সংখ্যা ঃ ৭ চৈত্র-১৩ চৈত্র ,১৪২০ঃ ২২ মার্চ-২৮ মার্চ, ২০১৪,Kolkata : 48 year : Vol No.: 48, Issue No. March 22- 28 March, 2014 ১৬ পাতা মূল্য ৩ টাকা

ফোরডাইমেনসন আর আইনস্টাইনের টুইন প্যারাডক্সই কি কারণ

মালয়েশিয়ার বিমান কোথায় গেল

ড. জয়ন্ত চৌধুরী

এক পক্ষকাল ধরে ২৩৯ যাত্রী সহ মালয়েশিয়ার অত্যাধুনিক এমএইচ ৩৭০ বিমান পৃথিবীর বুক থেকে নিখোঁজ। পৃথিবীর ক্যানভাসে ২৬টি সমরাস্ত্রে উন্নতদেশ তন্ন তন্ন করে নীল সমুদ্র থেকে সবুজ বনানী ঘেরা জঙ্গল পাহাড় জনপদে খুঁজে ফিরছে আস্ত বিমান উধাও এর নানা তথ্য ও তত্ত্ব।

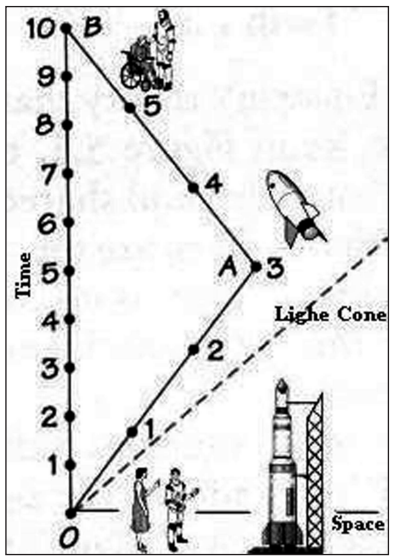

ইতিমধ্যে চৌদ্দ-পনেরোটি সম্ভাবনার কথা বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে। কুয়ালালামপুর থেকে বেজিং যাত্রা পথে ভিয়েতনামের পথে পথভ্রষ্ট হয়ে চালক রেডার এড়িয়ে ভারত মহাসাগর অতিক্রম করে পাকিস্তান-আফগানিস্তানের পামীর মালভূমির কোথাও অবতরণ করেছে এমন সম্ভাবনার পাশাপাশি অতীতের 'বারমুডা ট্র্যাঙ্গল' তত্ত্ব উঠে এসেছে। বিমানটিতে জ্বালানীর পরিমাণ নিয়েও সংবাদমাধ্যমে দুটি মত লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কোথাও পাঁচ ঘণ্টা কোথাও বা বলা হচ্ছে সাত ঘণ্টা একটানা বিমানটি চলার মতো জ্বালানী তেল সঞ্চিত ছিল। দিশাহার রাষ্ট্র প্রধানরা নাকি সবকিছু জেনেও 'দিশাহীন' মহাকাশ বিজ্ঞানীরা? এমন একটি প্রশ্ন উঠে আসছে। আমেরিকার কাছে সমুদ্র বক্ষে কল্পিত ত্রিকোণা কারে একটি বিশাল অঞ্চলকে বারমুডা ট্র্যাঙ্গল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অতীতে এবং সাম্প্রতিক অতীতেও নানা জাহাজ ও বিমান ওই পথে যেতে গিয়ে নিরুদ্দেশ হয়েছিল যার কিনারা আজও হয়নি। এযাবৎকাল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কোন্য বারমুডা ট্র্যাঙ্গলের হদিশ মেলেনি। বারমুডা ট্র্যাঙ্গলের রহস্য ভেদ আদৌ হয়েছে কিনা জানা না গেলেও ওই পথ দিয়ে জাহাজ ও বিমান আর যাওয়া আসা করে না।

গুগুল সার্চ এ-ও হিমালয় সংলগ্ন অঞ্চলটি অদৃশ্য। যেখানে তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ অজ্ঞাত কারণে ক্রিয়াশীল নয় বলে জানা যায়।

পৃথিবীর নানা দেশের মহাকাশে বিজ্ঞানীরা একসময় মহাকাশের উড়ন্ত চাকতি ইউ.এফ.ও নিয়ে নানা তথ্য দিয়েছিলেন। কিছু প্রকাশ্যে এসেছে কিছু আজও সাধারণ মানুষের অজ্ঞাত। বারমুডা কিংবা ইউএফও নিয়ে নানা কল্পকাহিনী ছবি ইত্যাদি কম হয়নি। গতবছরই কাশ্মীর উপত্যকা দিয়ে রাতের অন্ধকারে উড়ন্ত আলোকময় অনেকগুলি অজানা বস্তু উড়ে যাবার

এরপর পনেরো পাতায়

জরা আর ব্যাধিতে আক্রান্ত সিপিআই(এম) নেতৃত্বকে মানুষ এখন প্রত্যাখান করছে

হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়

জরা আর ব্যাধি ক্রমশই গ্রাস করছে সিপিআই(এম) নেতৃত্বকে। তাই নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে ততই এই দলের কাজে তথা নির্বাচনী কাজে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না দলের যুবক-যুবতীদের। একদা কিন্তু এই যুবশক্তিই ছিল সব বামপন্থী দলের মূল সম্পদ। সিপিআই(এম)-এর বর্ষীয়ান ট্রেড ইউনিয়ন নেতা অসুস্থ শ্যামল চক্রবর্তী বলেছেন, আমরা এখনও দলের বর্ষীয়ান নেতা হিসেবে কেউ বলবেন তিনি এখন অতীতের ছায়ামাত্র। কঠিন 'স্পন্ডিলাইটিস' রোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর শরীরের অনেকটা অংশ বর্তমানে বেঁকে গিয়েছে।

গৃহীত হয়ে থাকি। মনে রাখবেন, আমাদের নেতা নেত্রীরা সবাই সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে উঠে এসেছেন, শুধু ভাষণ দিয়ে নয়। শ্যামল চক্রবর্তীর বর্তমান বয়স ৭০ বছর। তিনি এখনও সেন্টার অফ ট্রেড ইউনিয়নস-এর পশ্চিমবঙ্গ শাখার দায়িত্বে রয়েছেন। তাঁকে দেখলে যে

এরপর তেরো পাতায়

বাংলা হত্যার চক্রান্ত পাপঃ এ পাপের ফল ভোগ করতেই হবে

ওঙ্কার মিত্র

১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের পর 'বেঙ্গল রেজিমেন্ট'-এর বিলুপ্তি দিয়ে যে চক্রান্ত শুরু হয়েছিল তা আজও চলছে। আজও চালু হয়নি বেঙ্গল রেজিমেন্ট। বিদেশি শাসকদের এই 'গৌরব' বহন করে চলেছে দেশি শাসকরাও। বরং আরও কুটিল, আরও তীব্রতর হয়েছে বাংলা ধ্বংসের অভিযান।

১৯৩০ সাল। 'পূর্ণ স্বরাজ'-এর 'বেঙ্গল লাইন' নিয়ে তুমুল বিতর্ক। প্রত্যাখ্যাত হল বেঙ্গল লাইন। সুভাষচন্দ্র বাংলাসহ নেতাদের একঘরে করেছিল তৎকালীন কংগ্রেস নেতারাই। তার ফল ভুগতে হল বাংলাকে। দুর থেকে দাঁড়িয়ে ইংরেজদের সঙ্গে উল্লসিত হল অনেকেই।

প্রায় একশ বছর পর ১৯৪৭ সালে দেশি ক্ষমতালোভীদের সাহায্যে বাংলাকে খণ্ড করে সবচেয়ে বড় ধাক্কা দিয়ে গেল ইংরেজ। সঙ্গে ছিল কংগ্রেস ও বামেরা। স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার আত্মহুতি ছিল সবচেয়ে বেশি। ইংরেজ তাড়াবার মূল কেন্দ্র ছিল বাংলা। তারই শাস্তি পেতে হল আপামর বাঙালিকে, এর আগে বাংলা থেকে নিজেদের ঘাঁটি নিঃশব্দে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে দিল্লিতে। সেখান থেকেই ধাক্কাটা এল। সেই থেকে আজও আসছে। দেশভাগের ফলে ওপার থেকে এপারে চলে এলেন বহু বাঙালি। ভয়াবহ জনবিস্ফোরণ এপারে। মুখ্যমন্ত্রী বিধান রায়। আর্থিক সাহায্য চেয়ে প্রত্যাখ্যাত হলেন নেহেরু'র কাছে। ছিন্নমূল বাঙালীরা কচুরিপানার মতো ভেসে গেল। জাতির মুক্তির জন্যে যাঁরা সবচেয়ে বেশি ত্যাগ স্বীকার করেছিলো, দিল্লি তাঁদের বঞ্চিত করল।

বঙ্গভঙ্গের অভিশাপ দাঙ্গা, হানাহানি কাটিয়ে তখনও বাংলা সবার উপরে। শিক্ষা, শিল্প, সংস্কৃতি তখনও ভারতকে পথ দেখায়। সে দম্ভ তো ভাঙতে হবে। না হলে অন্য রাজ্য মাথা তুলে দাঁড়াবে কি করে! ফলে ১৯৫০ এল মাসুল সমীকরণ নীতি। বাংলায় তখন কংগ্রেস শাসন। কেন্দ্রে বামপন্থীদের বন্ধু নেহেরু। কোনও প্রতিবাদ হল না। বড় বড় শিল্প সুবিধা লাভের আশায় বাংলা ছাড়ল। তখনও স্বাধীনতার নামে ইংরেজ তাড়াবার ঘোর কাটেনি। আবেগের ছিটে ফোঁটা চোখে মুখে। বাঙালি বুঝলই না কি হারাল তারা। ছিবড়ে হয়ে গেল বাংলার অর্থনীতি।

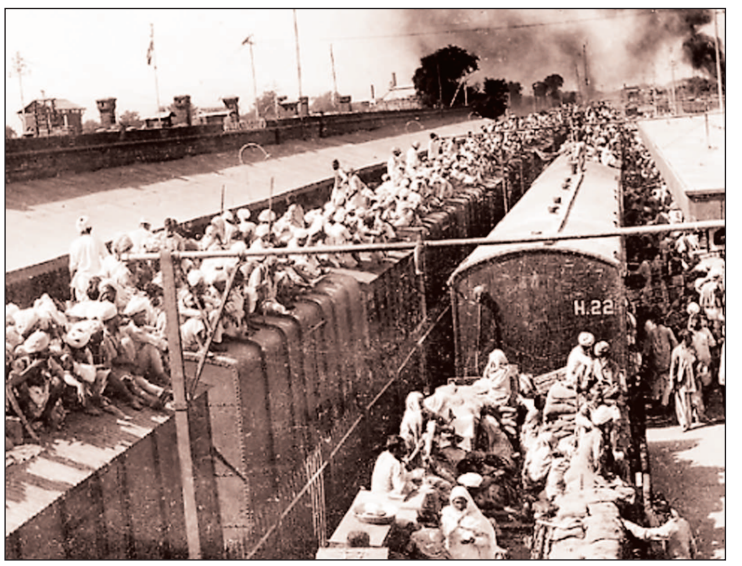

১৯৪৭-এ দেশভাগের পর ওপার বাংলা থেকে আসা উদ্বাস্তুর ঢল।

পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসার পর জ্যোতিবাবুরা এই নীতি নিয়ে সরব হয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু তা লোক দেখানো নমো, নমো। কিছুই হল না। সরস বাংলা যখন শুকিয়ে কাঠ তখন সে নীতি উঠল। ততদিনে সব শেষ।

১৯৫৩। বহু গৌরবের বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথের ভাষা ছিটকে গেল জাতীয় ভাষার লড়াই থেকে। কোনওরকমে কোনও সিদ্ধান্ত না নিয়ে জাতীয় ভাষা ঘোষণাই হল না। পিছনের দরজা দিয়ে হিন্দীকে ঢুকিয়ে দেওয়া হল প্রশাসনিক বা 'অফিসিয়াল' ভাষা হিসেবে। হিন্দী কি সত্যিই জাতীয় ভাষা হতে পারে? প্রশ্নটা ঝুলেই রইল সমাধান হল না। অথচ এখন কথায় কথায় হিন্দীকে জাতীয় ভাষার আখ্যা দিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

এরপর এল আবার এক দেশভাগ। পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশ। ভারত বাংলাদেশের পক্ষে প্রধান সহযোগী। পাকিস্তান খণ্ডিত হয়ে তৈরি হল নতুন দেশ বাংলাদেশ। ইন্দিরা গান্ধী ভারতের প্রধানমন্ত্রীর উচ্চতা ছাড়িয়ে এশিয়ার মুক্তি সূর্য হয়ে গেলেন। আর মরল বাংলা। ফের উদ্বাস্তুর ঢল। ফের বাংলার ক্ষয়িষ্ণু অর্থনীতিতে প্রবল ধাক্কা। কিন্তু কেন্দ্র থেকে এল না কোনও সাহায্য। ফের পিছিয়ে গেল বাংলা।

এরমধ্যেই বাংলা অশান্ত। দেশীর শাসকদের দীর্ঘ বঞ্চনার ফলে নিপীড়িত মানুষ গর্জে উঠেছে চরম বামপন্থীদের উস্কানিতে। বামেরা ত্রিধাবিভক্ত। শুরু হয়ে গেল উত্তাল নকশাল আন্দোলন ১৯৭২ থেকে ১৯৭৭। একদল বামেরা আর একদল বামেদের শত্রু। একদল সরকারের পায়ের গোড়ায় আশ্রয়

এরপর দশের পাতায়

কাজের খবর

পুলিশও আধাসামরিক বাহিনীতে ৩০০০ গ্র্যাজুয়েট নিয়োগ

বিএসএফ, সিআরপিএফ, আইটিবিপি, সিআইএসএফ, সশস্ত্র সীমাবল এবং দিল্লি পুলিশে এই সব পদে নিয়োগ করা হবে। মহিলারা আইটিবিপি ছাড়া বাকি সবকটি বাহিনীতে আবেদন করতে পারবেন, তবে দিল্লি পুলিশে শুধুমাত্র সাব-ইন্সপেক্টর পদেই আবেদন করতে পারবেন। সিআরপিএফ-এর সাব-ইন্সপেক্টার পদ গ্রুপ বি ননগেজেটেড, সিআইএসএফ-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর পদ গ্রুপ সি ননগেজেটেড। লিখিত পরীক্ষা হবে ২২ জুন ও ২১ সেপ্টেম্বর।

সিআরপিএফ, বিএসএফ, সিআইএসএফ সব ক্ষেত্রেই পুরুষ ও মহিলাদের সাব-ইন্সপেক্টর পদে নিয়োগ করা হবে। তবে আইটিবিপিতে শুধু পুরুষদের নিয়োগ করা হবে। সিআইএসএফ-এ অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর পদের ক্ষেত্রে পুরুষ ও মহিলা উভয়ই আবেদন করতে পারেন। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই তপশিলি জাতি, উপজাতি, ওবিসি এবং প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য পদ সংরক্ষিত থাকবে।

যোগ্যতা: প্রত্যেকটি পদের ক্ষেত্রেই যে কোনও শাখায় স্নাতক চাই। তবে দিল্লি পুলিশের ক্ষেত্রে ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে।

বয়স: সব ক্ষেত্রেই ১ জানুয়ারি ২০১৪ তে ২০-২৫ বছর হতে হবে। সংরক্ষিত প্রার্থীরা উপযুক্ত ছাড় পাবেন।

দৈহিক মাপ: ছেলেদের ক্ষেত্রে ১৭০ সেমি. ও মেয়েদের ১৫৭ সেমি. উচ্চতা। ছেলেদের ক্ষেত্রে বুকের ছাতি ফুলিয়ে ৮৫ সেমি., না ফুলিয়ে ৮০ সেমি.। সংরক্ষিত প্রার্থীরা সবক্ষেত্রেই উপযুক্ত ছাড় পাবেন।

বেতনক্রম: সাব-ইন্সপেক্টর পদের ক্ষেত্রে ৯,৩০০ থেকে ৩৪,৮০০ টাকা। গ্রেড পে ৪,২০০ টাকা। এএসআইদের ক্ষেত্রে ৫,২০০ থেকে ২০,২০০ টাকা। গ্রেড পে ২,৮০০ টাকা।

পরীক্ষা পদ্ধতি: দুটি পেপারের মধ্যে প্রথমপত্রে থাকবে ২০০ নম্বরের মধ্যে জিকে-৫০, রিজিনিং-৫০, কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড-৫০, ইংরাজি রচনায়-৫০। সময় ২ ঘণ্টা। দ্বিতীয়পত্রে ২ ঘণ্টা ২০০ নম্বর থাকবে ইংরাজি ভাষার ওপর। প্রশ্ন হবে অবজেকটিভ মাল্টিপল চয়েজ টাইপের। ভুল উত্তরে নেগেটিভ মার্কিং থাকবে।

পরীক্ষা কেন্দ্রগুলির সেন্টার কোড: কলকাতা-৪৪১০, মেদিনীপুর-৪৪১৩, জলপাইগুড়ি-৪৪০৮। লিখিত পরীক্ষায় প্রথমপত্রে সফল হলে শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা হবে। সেক্ষেত্রে ছেলেদের থাকবে ১৬ সেকেন্ডে ১০০ মিটার দৌড়, সাড়ে ৬ মিনিটে দেড় কিলোমিটার দৌড়, ৩.৬৫ মিটার লংজাম্প, ১.২ মিটার হাইজাম্প, ৪.৫ শটপাট। মেয়েদের ক্ষেত্রে ১৮ সেকেন্ডে ১০০ মিটার দৌড়, ৪ মিনিটে ৮০০ মিটার দৌড়, ৯ ফুট লংজাম্প, ৩ ফুট হাইজাম্প। এই পরীক্ষা ও মেডিকেলে সফল হলে দ্বিতীয়পত্র পরীখিত হবে।

দরখাস্ত পদ্ধতি: www.sscon-line. nic.in থেকে দরখাস্ত ডাউনলোড করুন। আপনার পছন্দের বাহিনী ও পদের ক্রম অনুযায়ী কোড নম্বর দিতে হবে।

কোড: দিল্লি পুলিশ-A, বিএসএফ-B, সিআইএসএফ-C, সিআরপিএফ-E, আইটিবিপি-F, এসএসবি-G, অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর সিআইএসএফ-D।

দরখাস্ত পূরণের সময় শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বিষয়ের কোড দেবেন।

শিক্ষাগত যোগ্যতার কোড: বিএ-০৫, বিএঅনার্স-০৬, বিকম-০৭, বিকমঅনার্স-০৮, বিএসসি-০৯, বিএসসি অনার্স-১০, বিএড-১১, এলএলবি-১২, বিই-১৩, বিটেক-১৪, এএমআইই-১৫, বিএসসি (ইঞ্জিঃ)-১৬, বিসিএ-১৭, বিবিএ-১৮, বিলিব-২০, বিফার্মা-২১, কস্টিং-২২, সিএ-২৩, পিজি ডিপ্লোমা-২৪, এমএ-২৫, এমকম-২৬, এমসি-২৭, এমএড-২৮, এলএলএম-২৯, এমই-৩০, এমটেক-৩১, এমসি (ইঞ্জিঃ)-৩২, এমসিএ-৩৩, এমবিএ-৩৪।

বিষয়ের কোড: ইতিহাস-০১, রাষ্ট্রবিজ্ঞান-০২, অর্থনীতি-০৩, ইংরাজি-০৪, বাংলা-৩৯, সংস্কৃত-৪৭, হিন্দি-০৫, ভূগোল-০৬, কমার্স-০৭, আইন-০৮, ফিজিক্স-০৯, কেমিস্ট্রি-১০, অঙ্ক-১১, পরিসংখ্যান-১২, উদ্ভিদবিদ্যা-১৩, প্রাণীবিদ্যা-১৪, কৃষি-১৫, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-১৬, ইলেক্ট্রিকাল-১৭, মেকানিকাল-১৮, ইলেক্ট্রনিক্স-১৯, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড পাওয়ার-২০, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন-২১, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড ইন্সট্রুমেন্টেশন-২২, এগ্রিকালচার ইঞ্জিনিয়ারিং-২৩, কম্পিউটার সায়েন্স-২৪, কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন-২৫, ইনফরমেশন টেকনোলজি-২৬, লাইব্রেরি সায়েন্স-২৭, অ্যাকাউন্ট্যান্সি-২৮, ওয়ার্ক অ্যাকাউন্ট্যান্সি-২৯, বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন-৩০, মাস কমিউনিকেশন-৩১, জার্নালিজম-৩২, মাস কমিউনিকেশন অ্যান্ড জার্নালিজম-৩৩, ফার্মাসি-৩৪, ফটোগ্রাফি-৩৫, প্রিন্টিং-৩৬, নার্সিং-৩৭।

পূরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন - এক কপি ফটো এবং ১০০ টাকার সেন্ট্রাল রিক্রুটমেন্ট ফিজ স্টাম্প। তা অফিস থেকেই ক্যান্সেল করিয়ে নেবেন।

এমনভাবে ক্যান্সেলের ছাপ পড়বে তা যেন দরখাস্তের নির্দিষ্ট জায়গার বাইরেও দেখা যায়।

এছাড়া অনলাইন দরখাস্ত করলে নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে অথবা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার যে কোনও শাখার ওয়েবসাইড থেকে ডাউনলোড করা ফিজ চালানের প্রিন্ট আউটের মাধ্যমে টাকা জমা দিতে পারেন।

প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্য দেখুন - http://www.ssc.nic.in

অনলাইনে আবেদন করলে ৯ এপ্রিলের মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করবেন। অফ লাইনে আবেদন করলে ১১ এপ্রিলের মধ্যে পূরণ করা দরখাস্ত পাঠাবেন এই ঠিকানায় - রিজিওনাল ডাইরেক্টর (ইআর), স্টাফ সিলেকশন কমিশন, ফাস্ট এমএসও বিল্ডিং (অষ্টম তল), ২৩৪/৪ এজেসি বোস রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২০

ব্লকস্তর অবধি মোবাইলে পৌঁছাবে আবহাওয়ার সতর্কবাণী

নিজস্ব প্রতিনিধি: ঘণ্টায় ২১৫ মিটার বেগে ঘূর্ণিঝড় 'পিপিল' আছড়ে পড়েছিল ওড়িশা-অন্ধ্র উপকূলে। দিল্লির মৌসমভবনের নিঁখুত পূর্বাভাস আর ওড়িশা-অন্ধ্র সরকারের এত তৎপরতায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ খুবই কম। ঠিক একইরকমভাবে 'আয়লা' ঘূর্ণিঝড় সংক্রান্ত সতর্কতা বার্তা ৪৮ ঘণ্টা আগে আলিপুর আবহাওয়া দফতর থেকে তৎকালীন বাম সরকারকে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু প্রশাসনিক ব্যর্থতা দরুণই কিন্তু সেদিন ভয়ঙ্কর বিপর্যয় হাত থেকে রক্ষা পায়নি রাজ্যবাসী। সেই ধারা নতুন সরকারের আমলেও প্রায় একইভাবে চলছে। যদিও আবহাওয়া দফতরের দাবি তখন তারা অনেকবেশি নির্ভুল পূর্বাভাস দিয়ে থাকেন। এ প্রসঙ্গে কলকাতার অধিকর্তা গোকুলচন্দ্র দেবনাথ জানান, 'আগে দু'দিনের বেশি পূর্বাভাস দেওয়া যেত না। এখন পাঁচদিনের দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু সমস্যা একদম গ্রাসরুট লেবেলে পৌঁছয় না। আর সেই কারণেই এবার থেকে সরাসরি গ্রাসরুট

লেভেলে মোবাইল এসএমএস-এর মাধ্যমেও পূর্বাভাস দেওয়ার ব্যবস্থা চালু হয়েছে। এবার এই পূর্বাভাস সাত দিনের দেওয়ার পরিকল্পনা করছি। এর জন্য চাই রাজ্যসরকারের সমস্ত দফতরের সহযোগিতা।

সম্প্রতি কলকাতার আবহাওয়া দফতরে একদিনের এক কর্মশালার আয়োজন করে কলকাতার হাওয়া অফিস। সেখানে উপস্থিত ছিলেন, দিল্লির মৌসমভবনের ডিরেক্টর জেনারেল লক্ষণ সিং রাঠোর। বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে বঙ্গোপসাগরীয় বায়ুপ্রহারের বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে। বদলে গিয়েছে বর্ষার নির্ঘণ্ট। বর্ষা গত কয়েক বছর ধরে নির্দিষ্ট সময়ের কয়েকদিন পর আসছে এবং তা বিদায় নিতেও দেরি করছে। ফলে তাঁর প্রভাব পড়ছে শীতের আগমন ও প্রস্থানে। গ্রীষ্মের ক্ষেত্রেও একইকথা প্রযোয্য। বর্ষার এই চরিত্র বদলের সম্পর্কে নিশ্চিত হতে মৌসমভবন নতুন গবেষণায় উদ্যোগী হয়েছেন বলে জানালেন ডিজি স্বয়ং। তিনি আরও জানালেন, 'শুধু বর্ষা সংক্রান্ত গবেষণা নয়, দ্বাদশ যোজনায় আবহাওয়া দফতর আরও কিছু প্রকল্প হাতে নিয়েছে। যার অন্যতম হল পূর্বাভাসের পরিধি বৃদ্ধি। এখন জেলাস্তর পর্যন্ত পূর্বাভাস বুলেটিন সরবরাহ করা হয়। এবার তা ব্লক স্তরে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে, রেডার নেটওয়ার্ককে করে তোলা হবে আরও শক্তিশালী।'

মে-জুন মাসে ঘূর্ণিঝড় যাতে বিরাট কোনও সমস্যায় না ফেলতে পারে সেই কারণে সেদিনের আবহাওয়া দফতর আয়োজিত কর্মশালায় রাজ্যসরকারের বিভিন্ন দফতর ছাড়াও ছিলেন রাজ্যের বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের আধিকারিকেরা। গোকুলবাবু সেই দিন আরও জানান, এখন পূর্বাভাস দেওয়া হয়, আগামী দিনে সেই পূর্বাভাস ব্লকস্তর পর্যন্ত দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে।' কর্মশালায় উপস্থিত রাজ্য সরকারের বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের সচিব ইন্দিবর পাণ্ডে আবহাওয়া দফতরের এই পরিকল্পনা কে স্বাগত জানিয়ে ঘোষণা করেন, সরকার ও আবহাওয়া দফতরের এই সতর্ককতাগুলি এসএমএস করে পঞ্চায়েত প্রশাসন, এমনকী মোবাইল ফোন ব্যবহারকারী জনতার কাছেও বার্তা পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।'

ফিজিওথেরাপি/ যোগা

Dear Sir/Madam,

I am an experienced physiotherapist and Yoga trainer. I provide the following services

1) Post stroke and nerve injury rehabilitation.
2) Post joint replacement and post fracture surgery rehabilitation.
3) Post by-pass surgery rehabilitation.
4) Yoga and pranayam.
5) Therapeutic massage.

Please Contact: Bikash Shaw
9831480277/983153867

SAJAHAN BISWAS CONSTRUCTION

Khidirpur, Chhabghati,
Murshidabad
03485-262810
Fax- 03485-263202

Kolkata office
25, Gardener Lane
Kolkata-700014,
(Near Kharka Sarif Maszid)
033-22178135

পৈলানে তৃণমূলের কর্মীসভায় মুখ্যমন্ত্রী

সিপিএম-কংগ্রেস-বিজেপিকে এক পংক্তিতে বসালেন মমতা

কুনাল মালিক

দক্ষিণ ২৪ পরগনা: গত ১৮ মার্চ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার পৈলানে তৃণমূলের ভিড়ে ঠাসা কর্মীসভার মাধ্যমে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের প্রচার শুরু করে দিলেন। জেলার চারটি কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী যথাক্রমে প্রতিমা নস্কর (জয়নগর), চৌধুরী মোহন জাটুয়া (মথুরাপুর), সুগত বসু (যাদবপুর) অভিষেক ব্যানার্জিদের (ডায়মন্ড হারবার) সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচয় করিয়ে দেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন সাফ জানিয়েছেন, এবার আত্মসন্তুষ্টির কোনও স্থান নেই। এবারের লড়াই কঠিন। কারণ, এই প্রথম তৃণমূল কংগ্রেস একক ভাবে রাজ্যে ৪২টি আসনে লড়ছে। সিপিএম-কংগ্রেস-বিজেপি তলে তলে সিন্ডিকেট করে আমাদের অসুবিধায় ফেলার চেষ্টা করবে। তবে ভয় পাবার কিছু নেই। মানুষই তার জবাব দেবে। বড় গাছ হলে একটু ঝড় লাগে। সিপিএমকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, ৩৪ বছর বাংলাকে পিছিয়ে দিয়েছে। এখন আমাদের উন্নয়ন সহ্য করতে না পেরে শুধু 'কমপ্লেন' করছে। তিন মাস ধরে ভোট প্রক্রিয়া চলায় রাজ্যে 'কোড অব কনডাক্ট' চলছে। এই প্রসঙ্গে নির্বাচন কমিশনকে উদ্দেশ করে বলেন, আগে ৩০-৪০ দিনের মধ্যে ভোট প্রক্রিয়া হয়ে যেত। এতদিন ভোট প্রক্রিয়া চলায় উন্নয়ন থমকে যাচ্ছে। কর্মীদের বলেন, ভোটিং মেশিন চেক করে নেবেন। কারণ ওগুলো কোথা থেকে আসে আমি জানি। আমি ঘর পোড়া গোরু। সিদুঁরে মেঘ দেখলে ভয় পাই। তিনি এদিন পরিষ্কার বলেন, কেন্দ্রে কংগ্রেস, বিজেপি বা তৃতীয় ফ্রন্ট কেউই সরকার গড়বে না। গড়বে ফেডারেল ফ্রন্ট।

জয়নগরে কর্মীসভায় তৃণমূলপ্রার্থী প্রতিমা

বিশ্বজিৎ পাল

ক্যানিং: গত ১৫ মার্চ ক্যানিং (পশ্চিম) বিধানসভা কেন্দ্রের বন্ধুমহল প্রাঙ্গনে তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রস্তুতি সভায় ক্যানিং, বাসন্তী, গোসাবা এলাকা থেকে আগত কর্মীদের সঙ্গে সভা করে নির্বাচনী প্রচারের কাজ শুরু করলেন এবারের জয়নগর (তপশিলি) কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী প্রতিমা মণ্ডল (নস্কর)। তিনি কর্মীদের উদ্দেশে বলেন, আমাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। প্রত্যেকটি মানুষের কাছে পৌঁছতে হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস আগামী দিনে সারা ভারতকে পথ দেখাবে। তিনি আরও বলেন, 'আমি ভূমি-পুত্রী। আমার বাবা গোবিন্দ নস্কর ছিলেন একনিষ্ঠ জাতীয়তাবাদী রাজনীতিবিদ।' তিনি রাজ্যের সমবায় দফতরের কাজ ছেড়ে রাজনীতিতে নেমেছেন। এ দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী বলেন, ইউপিএ টু সরকারের আমলে যেভাবে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হয়েছে এবং দুর্নীতি বেড়েছে তার প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে আমাদের সার্বিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

গত নির্বাচনেও তৃণমূল কংগ্রেস এসইউসিআইয়ের সঙ্গে জোট বেধে এসইউসিআই প্রার্থী ডাঃ তরুণ মণ্ডলকে সমর্থন করেছিল। এবার এসইউসি জোট ভেঙে পৃথকভাবে ভোটে দাঁড়িয়েছে। পাশাপাশি জোটের অন্য শরিক কংগ্রেসের প্রতীকে প্রার্থী হয়েছেন অর্ণব রায়। এই কেন্দ্র গঠিত ক্যানিং পশ্চিম, ক্যানিং পূর্ব, বাসন্তী (তপঃ), গোসাবা (তপঃ), কুলতলি (তপঃ), মগরাহাট পূর্ব (তপঃ)। এদিন কর্মীসভায় ২০ হাজার কর্মী ও সমর্থক উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া বাসন্তী ও গোসাবাতেও কর্মীসভা হয়েছে। প্রতিমাদেবীর সঙ্গে প্রচারে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী ও তাঁর পিতা গোবিন্দ চন্দ্র নস্কর, তৃণমূল নির্বাচন কমিটির চেয়ারম্যান বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল, গোসাবার বিধায়ক জয়ন্ত নস্কর ও জেলার সহ-সভাধিপতি শৈবাল লাহিড়ী।

পরিবেশ সংরক্ষণে উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাসন্তী: জয়গোপালপুর গ্রামবিকাশ কেন্দ্রে সার্বিক উন্নয়নে পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ক এক আলোচনা সভার আয়োজন হয় গত ১৪ মার্চ। এতে অংশগ্রহণ করেন ডেনমার্কের দু'জন ও ফ্রান্সের এক প্রতিনিধি। ফরাসী প্রতিনিধি বৃক্ষরোপনে ওপর জোর দেন। তিনি এই কাজে ছাত্রছাত্রীসহ সবস্তরের মানুষকে আহ্বান জানান। জয়গোপালপুর গ্রামবিকাশ কেন্দ্রের সম্পাদক বিশ্বজিৎ মহাকুড় বলেন, নদীর চড়ে ম্যানগ্রোভ তৈরি করে ভূমি বাঁচাতে হবে। এই নোনা জলে ঘেরা সোঁদা মাটিতে বিজ্ঞান প্রযুক্তির সঠিক প্রয়োগ করলে এই মাটিতে ফসল ফলবে।

তিনি জানান, গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ভারত সরকারের পরিবেশ ও বন মন্ত্রক প্রদত্ত ইন্দিরা গান্ধী বর্ষা বরণ পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে জয়গোপালপুর গ্রামবিকাশ কেন্দ্র। এই দিনের সভায় কয়েকশো ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বিদেশি পরিবেশ সচেতক হেনরিক ওয়েন, খ্রিস্টিনা ও আরজিপি চেয়ারম্যান গণেশ সেনগুপ্ত।

অটো উল্টে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাসন্তী: আমঝাড়া এলাকায় মঙ্গলবার সকালে দশজন যাত্রীভর্তি একটি অটো উল্টে যাওয়ায় জীবনতলা থানায় হেদিয়া গ্রামের বাসিন্দা দুলাল নস্কর (৪৫) নামে এক যাত্রীর মৃত্যু হয়। জখম সাতজন যাত্রীর মধ্যে রয়েছেন, ওই গ্রামেরই জয়দেব মণ্ডল, সঞ্জয় মণ্ডল, মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল, কল্পনা মণ্ডল, হালিমা সবজি, রহিমা শেখ ও কমলা মণ্ডল। এরা প্রত্যেকদিনই গ্রাম থেকে অটোতে করে ক্যানিং স্টেশনে এসে কলকাতার ট্রেন ধরেন। প্রত্যেকে দিনমজুর। এ প্রসঙ্গে বাসন্তী ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মান্নান শেখ এই মৃত্যুর ঘটনায় শোক জানিয়ে বলেন, বিগত সরকারের আমল থেকে অটোর এই দৌরাত্ম্যের বিরুদ্ধে বারংবার বলেও কাজ হয়নি। অটো চালক পলাতক। তবে মৃতের পরিবার থেকে থানায় কোনও অভিযোগ দায়ের করা হয়নি।

NOTICE INVITING QUOTATION

1.Sealed quotations are hereby invited from reputed agencies/photography shop owners for taking steel photographs on temporary per day hired basis by the Office of the Distirct Magistrate & District Election Officer, South 24 Parganas, Infrasturcture Cell (1st flr), New Administrative Building, Alipore, Kolkata - 700 027 in connection with ensuing 16th Lok Sabha General Election, 2014.

2. Rate should be quoted including cost of camera including photographer hiring charges both figures and words. If neccesary he/she may have to work at any hour and will have to move any where within the district of South 24 Parganas.

3. Sealed quotaion will have to be dropped in a tender box kept at the Office chamber of the Nezarath Deputy Collector, South 24 Parganas who in also the O/C of the Infrastructure Cell from 11:00 AM to 3:30 PM on all working days except Sundays.

4. Each intending tenderer must deposit non-refundable purchasing fee of Rs. 100 (Rupees one hundred) and an earnest money of Rs. 1,000/- (Rupees one thousand) drawn in favour of **'District Magistrate, South 24 Pgs'** payable at SBI, Alipore Court Tresury Branch, without which no quotation shall be considered valid. The purchasing fee and the earnest money is to be deposited in the form of Bank Draft.

5. They should furnish a credential of similar nature of supply performed with Central Govt./any State Govt./any PSU/Corporate body within last 5 years.

6. The last date and time of submissing of the quotation is **25.03.2014 upto 2:00 PM.**

7. The date and time of opening of the quotation is **25.03.2014 at 3:00 PM** at the chamber of Nezarath Deputy Collector, South 24 Parganas. The intending quotations or their authorised representatives may remain present at the time of opening of the quotation.

8. The undersigned reserves the right to accept or reject any quotation without assingning any reason, whatsoever.

The successful quotationer should start their work as per direction of the undersigned.

Sd/-
Addl. District magistrate(I) &
Addl. District magistrate(Infra)
South-24 Parganas, Alipore
Date: 18/3/2014

৩৭৯(২)/জে.ত.স.দ./২৪ পরঃ (দঃ)/১৯.৩.১৪

মনের প্রাণ মেলে মন্ত্র থেকেঃ তপন শাস্ত্রী

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জ্যোতিষ ও তন্ত্রসম্রাট তপন শাস্ত্রী দিশাহীন মানুষদের পথ দেখাচ্ছেন। অনেক গায়ক, অভিনেতা, ফুটবলার, রাজনীতিবিদদের ভবিষ্যত বক্তা। বাঁকুড়া জেলার জয়রামবাটিতে জন্মগ্রহণ করেন তপন শাস্ত্রী। বংশ পরম্পরায় তাঁর পূর্বপুরুষরা জ্যোতিষ ও তন্ত্রসাধনা করতেন। তপন শাস্ত্রীও ২৪ বছর ধরে এই কাজে ব্রতী আছেন। যিনি আমেরিকার কানাডা, মালয়েশিয়া, শ্রীলঙ্কা, মরিশাসে ও আন্তর্জাতিক জ্যোতিষ সম্মেলনে যোগদান করে বহু খেতাব পেয়েছেন। সম্প্রতী তাঁর বেহালার সরশুনার ১১।১১ সরকার হাট লেনের বাড়িতে জ্যোতিষ ও তন্ত্র সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন আমাদের পত্রিকার সহ-সম্পাদক কুনাল মালিক।

প্রঃ মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের একজন জ্যোতিষীর ভুমিকা কতটা?

উঃ দেখুন জ্যোতিষ শাস্ত্র ৫০০০ বছরের পুরনো। জ্যোতিষ আদি অনন্ত। একজন প্রকৃত জ্যোতিষী দিশাহীন মানুষকে পথ দেখায়। তবে দেখুন সবই। পরিবর্তন সম্ভব না। পূর্বনির্ধারিত জ্যোতিষ বা তন্ত্রের দ্বারা সম্পূর্ণ ভাগ্য তবে ১৯টা ২০ করা সম্ভব।

প্রঃ জ্যোতিষ শাস্ত্র কি বিজ্ঞান?

উঃ অবশ্যই বিজ্ঞান।

প্রঃ মানুষের জীবনে গ্রহের প্রভাব কতটা?

উঃ ব্যাপক। দেখুন প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে একজন সাধারণ লোকও বলতে পারবেন না তার সময়টা একইভাবে যাচ্ছে। ওঠা-নামা থাকেই। কারও খুব ভাল যেতে যেতে দেখবেন হঠাৎ তার ওলটপালট হয়ে গেল। এটাই গ্রহের প্রভাব।

প্রঃ জপ-তপ-মন্ত্র না পাথর কোনটা প্রতিকারের উপায়?

উঃ দেখুন প্রকৃত পাথর কিংবা মূল বিরুদ্ধ গ্রহের ক্ষেত্রে 'গার্ড' দেয়। তবে প্রাচীন তন্ত্র-মন্ত্র-জপও মানুষকে সঠিক পথ দেখায়। মনের প্রাণ পাওয়া যায় মন্ত্র থেকে।

প্রঃ বিজ্ঞাপনে দেখা যায় - ১ মিনিটে বশীকরণ, এটা কী ভাঁওতা?

উঃ অবশ্যই, এটা বিজ্ঞাপনের চমক।

প্রঃ বিদেশে আপনার অভিজ্ঞতা কেমন?

উঃ দারুণ। কানাডা, মরিশাস, মালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশে জ্যোতিষ নিয়ে রীতিমতো চর্চা হয়। বিদেশে 'তুক-তাক' খুব চলে। ওদের দেশে বলে 'ব্ল্যাক ম্যাজিক'।

প্রঃ জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ কি পাথর বা তন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করে?

উঃ না। এটা ঈশ্বর নিয়ন্ত্রণ করে। আমরা শুধু সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারি।

প্রঃ আগামী দিনে আপনার পরিকল্পনা কি?

উঃ এখন আমি খুব ব্যস্ত। জ্যোতিষ চর্চা, গ্রন্থ রচনা নানা কাজে দেশে বিদেশে ছোটাছুটি করতে হয়।

পরবর্তী সময়ে ইচ্ছা আছে একটা জ্যোতিষ ও তন্ত্র সাধনার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র করব।

বিদেশি তকমা খণ্ডনই সুগত'র বড় চ্যালেঞ্জ

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার

বারুইপুরঃ তাঁর বিরুদ্ধে শুধু সিপিআই(এম) নয় তৃণমূলেরও একটা বড় অংশের সংশয় যে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপককে কি আদৌ নির্বাচনের পর যাদবপুর এলাকায় পাওয়া যাবে! এই নিয়ে এই কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী

ছবিঃ প্রতিবেদক

যে সচেতন তা বোঝা গেল তাঁর প্রথম কর্মীসভাতেই। গত বুধবার বারুইপুরের রাসমাঠে কর্মীসভায় দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে প্রাক্তন সাংসদ কৃষ্ণা বসু'র পুত্র বললেন, আমি বিদেশের কলেজে অধ্যাপনা করি। কিন্তু এখন থেকে আমৃত্যু যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রে জনসেবায় নিজেকে নিয়োজিত করছি। যদি সাংসদ নির্বাচিত না-ও হই, এই কেন্দ্রের জনসেবার কাজে থাকব।

এদিন বারুইপুরের রাসমাঠে কয়েক হাজার মানুষ তাঁর সঙ্গে মিছিলে সামিল হন। মিছিল পরিচালনা করছিলেন আবাসন মন্ত্রী ও যাদবপুরের পর্যবেক্ষক অরূপ বিশ্বাস, স্থানীয় বিধায়ক ও বিধানসভার স্পিকার বিমান ব্যানার্জি, বিদ্যুৎ মন্ত্রী মনিশ গুপ্ত, সোনারপুর (উত্তর) বিধায়ক ফিরদৌসী বেগম, বারুইপুরের বিধায়ক নির্মল মণ্ডল। বারুইপুরের রাসমাঠে কর্মীসভার পর মিছিল শুরু হয়ে শেষ হয় পদ্মপুকুর মোড়ে। লড়াইটা যে খুব সহজ নয় তা পরোক্ষভাবে কর্মীদের বুঝিয়ে দেন সুগতবাবু। এর আগে বিদায়ী সাংসদ কবির সুমন এলাকার মানুষের সঙ্গে যে যোগাযোগ রাখতেন না তা নিয়ে অভিযোগ মোকাবিলা করতে হয়েছে স্থানীয় তৃণমূল কর্মীদের। তাই সুগতবাবুর পরামর্শ, তিনি যে এলাকায় থেকে কাজ করতে চান তা যেন তৃণমূল কর্মীরা ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলেন। তবু তৃণমূলের স্থানীয় নেতা ও কর্মীদের এক অংশের ক্ষোভ সুগতবাবুকে তাঁরা সমসময়ের জন্য শলাপরামর্শ করার জন্য কাছে পাবেন না। তার জন্য মিছিলে হাঁটায় সেই প্রাণবন্ত উচ্ছ্বাস দেখা গেল না। কর্মীদের এক অংশের বডি ল্যাঙ্গুয়েজে মনে হয়েছে মিছিলে আসতে হয়েছে বলে আসা। তবে তৃণমূলের স্থানীয় নেতারা বললেন, পরীক্ষা চলার জন্য মাইক ব্যবহার করা যায়নি। ফলে সব মানুষকে এই মিছিলের কথা জানানো যায়নি।

তরুণী রিঙ্কুই কান্তির তুরুপের তাস

মেহবুব গাজী

মথুরাপুরঃ শনিবার সকাল সাড়ে আটটা। সাগরের আশ্রমমোড় দিয়ে এগিয়ে চলেছে সিপিএমের একটি মিছিল। বোঝাই যাচ্ছে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের জন্য এই ছোটখাট মিছিল। সেই মিছিলের পুরোভাগে এক বছর ত্রিশের তরুণী হাঁটছেন। পরনে বাটিক প্রিন্টের সুতির শাড়ি। চুলটা হাল্কা করে বাঁধা। পায়ে পামশু। মুখে প্রসাধনের লেশমাত্র নেই। আর পাঁচটা কলেজ পড়ুয়ার সঙ্গে কোনও অমিল নেই। থাকার কথাও নয়। কারণ, তরুণী রিঙ্কু নস্কর সিকিম মনিপাল ইউনিভার্সিটি থেকে সাংবাদিকতা নিয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি করছেন। এটাই শেষ বছর। আগেই ২০১০ সালে কলকাতা পুরসভা নির্বাচনে ১০২ নম্বর ওয়ার্ড থেকে কাউন্সিলর হয়েছেন। আর এবার দলের হয়ে লোকসভা নির্বাচনে মথুরাপুর (সংরক্ষিত) আসন থেকে লড়াই করার ভার পড়েছে তরুণীর ওপর। জন্ম এবং বেড়ে ওঠা সুন্দরবনের ক্যানিংয়ের নারায়ণপুরে। মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিকের পাঠ চুকিয়ে কলকাতার প্রেসিডেন্সিতে ভর্তি হন। ততদিনে ক্যানিং ছেড়ে যাদবপুরে বাবা শচীন্দ্রনাথ নস্করের কোয়ার্টারে চলে আসেন। বাবা কেএসরায় টিবি হাসপাতালের কর্মচারী। প্রেসিডেন্সিতে পড়ার সময় থেকে বাম ছাত্রসংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ। পরে এলাকায় যুব সংগঠনের সক্রিয় কর্মী হিসেবে কাজ শুরু করেন তিনি। জলজঙ্গল তাঁর চেনা। মথুরাপুর আসনের আশি শতাংশ সুন্দরবনের মধ্যে পড়ে। আপাতত ভোরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রচার শুরু করেছেন। সকাল সকাল চলে আসছেন তিনি

ছবিঃ সামিম হোসেন

এলাকায়। রিঙ্কুকে সর্বক্ষণ গাইড করছেন জেলার পোড়খাওয়া নেতা কান্তি গাঙ্গুলি। কান্তিবাবুকে 'কান্তি জেঠু' বলেন রিঙ্কু। আসলে এই লোকসভা আসনের প্রার্থী কেবলমাত্র রিঙ্কু।

আসলে লড়াই কান্তি বনাম তৃণমূলের চৌধুরী মোহন জাটুয়ার। ২০১১ সালে কান্তির খাসতালুক রায়দিঘি অভিনেত্রী দেবশ্রী রায়ের কাছে হাত ছাড়া হয়। সেই লড়াই ছিল কান্তি বনাম জাটুয়ার। দু'বছরের মাথায় পঞ্চায়েতে রায়দিঘি পুনরুদ্ধার করেন কান্তি। মথুরাপুর-২ পঞ্চায়েত সমিতি বামদের দখলে যায়। মথুরাপুর-১, পাথরপ্রতিমা, কুলপি, কাকদ্বীপ, সাগর, নামখানা, মন্দিরবাজার ও মথুরাপুর-২ ব্লকে ভোট বাড়ে বামেদের। প্রায় বিয়াল্লিশ শতাংশ ভোট পায় বামেরা। বিধানসভা প্রাপ্ত ভোটের প্রায় পাঁচ শতাংশ কমে। বর্তমান সাংসদ জাটুয়াকে দল এবার টিকিট দেন নেত্রী। সেদিক দিয়ে কান্তি প্রৌঢ় জাটুয়ার বিরুদ্ধে তরুণী রিঙ্কুকে তুরুপের তাস করেছেন। জাটুয়ার নাতনির বয়সী রিঙ্কু ভোটারদের হেঁসেলে বাড়ির মেয়ে কিংবা নাতনি হিসেবে নিজেকে তুলে ধরছেন। মুখে লেগে আছে তারুণ্যের হাসি। ভোটাররাও রিঙ্কুকে পেয়ে বেশ মন খুলে কথা বলছেন। যেমন সাগরের পাখিরালয়ের বছর পঞ্চাশের সন্ধ্যারানী মণ্ডল এদিন অচেনা রিঙ্কুকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেন, তুমি আমার নাতনির বয়সী। লড়াই করতে হবে মা। ভয়ে পালিয়ে গেলে হবে না। আমরা তোমার সঙ্গে আছি। আবার রিঙ্কুকে মিছিলে দেখার পর বছর ত্রিশের গৃহশিক্ষক সোমনাথ ঘড়ুই বলেন, 'পাঁচ বছর যে সাংসদ (জাটুয়া) ছিলেন তিনি অনেক কাজ করতে পারেননি। তরুণ প্রজন্মের রিঙ্কু আশা করি কাজের জন্য খাটতে পারবেন। ভালই হয়েছে।' রিঙ্কু ভোটারদের কাছে একবার সুযোগ চাইছেন। তিনি এদিন বলেন, খুব অল্প দিনে কলকাতা পুরসভার কাউন্সিলর হয়ে কাজ করছি। দল এবার অনেক বড় দায়িত্ব দিয়েছে। জয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত। কারণ, গত পাঁচ বছর অবহেলিত থেকে গিয়েছে এই লোকসভা এলাকা। কোনও প্রতিশ্রুতি রাখেননি তৃণমূল সাংসদ। মানুষের পাশে থাকার জন্য সাংবাদিক হয়ে চেয়েছিলেন রিঙ্কু। আর এখন সাংসদ হয়ে সুন্দরবনের উন্নয়ন করাই তাঁর চ্যালেঞ্জ।

এমবার্গো রয়ে গেল, পুর বাজেট পেশ

বরুণ মণ্ডল, কলকাতাঃ কলকাতা পুরসভার মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায় গত ১৮ মার্চ আগামী তিন মাসের মধ্যবর্তীকালীন আয়-ব্যয়ের হিসেব পেশ করলেন। পুর পরিষেবার জরুরী তিন বিষয় জল, জঞ্জাল ও স্বাস্থ্য এবং পুরকর্মীদের বেতনের ব্যয় বরাদ্দ এখানে পেশ করা হয়েছে। এতে মোট আয় দেখানো হয়েছে ৭০২,৯৫,৯০ হাজার এবং ব্যয় বরদ্দ হয়েছে ৬৯৮,১৯ লক্ষ টাকা পুর আইনানুযায়ী আগামী তিন মাস বিভিন্ন রেটস, ট্যাক্স, ফিজ ও চার্জ সংগ্রহ গত অর্থবর্ষের রেটেই নেওয়া হবে। কোনও ক্ষেত্রেই এই বাজেটে কোনও রকম বৃদ্ধি হয়নি।

এদিকে অন্তর্বর্তী আয়-ব্যয়ের হিসেব পেশের পূর্বে উপস্থিত জাতীয় কংগ্রেসের তিন পুরপ্রতিনিধি অধিবেশন কক্ষ তাগ করেন। পরে কংগ্রেসদলের পুর মুখ্য সচেতক অভিজ্ঞ পুর প্রতিনিধি মালা রায় বলেন, পবিত্র পুর অধিবেশন কক্ষে মহানাগরিকের বিবৃতির অধিকাংশই বিভ্রান্তিমূলক। গত ২০১৩-১৪ অর্থবর্ষের পুর আয়-ব্যয়ের যে হিসেব রাখা হয়েছিল তার ১৫ শতাংশ 'নিষেধাজ্ঞা' তোলাই হল না। পুরসভার প্রধান বিরোধী নেত্রী পুরপ্রতিনিধি রূপা বাগচী বলেন, পুর পরিষেবায় যে বিপুল হারে ব্যয় দেখানো হচ্ছে তার প্রতিচ্ছবি কলকাতার পথে গলি-তস্যগলিতে প্রচারে বেড়িয়ে চোখে পড়ে না। মানুষ দৈনন্দিন পরিষেবা পাচ্ছেন না। লোকসভা নির্বাচনী বিধিনিষেধ জারি হওয়ার কলকাতা পুরসভা সম্পূর্ণ বছরের আয়-ব্যয়ের হিসেব পেশ করতে পারেনি। আগামী জুন মাসের দ্বিতীয় অর্ধ নাগাদ ২০১৪-১৫ অর্ধবর্ষের পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করবে।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৪৮ বর্ষ, ২২ সংখ্যা, ২২ মার্চ-২৮ মার্চ, ২০১৪

এবারের নির্বাচনে চেকবুক সাংবাদিকতা

ভোটের আগে 'পেউড নিউজ বা চেকবুক জার্নালিজম সারা ভারতবর্ষ জুড়েই বাড়ছে। গণমাধ্যমের সংখ্যা বেড়েছে আগের তুলনায়। সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং মিডিয়া টুইটার, ফেসবুকের জনপ্রিয়তা আকাশচুম্বি। ভোট প্রচারের আগে এই সমস্ত মাধ্যম আজ রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের অন্যতম ভরসা। রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের খরচের একটা উর্ধ্বসীমা জানা থাকলেও বাস্তব ক্ষেত্রে 'চাল-ডাল-টাকা ছড়িয়ে' ভোট কেনার অভিযোগ দীর্ঘদিনের। নির্বাচন কমিশন তার সীমাবদ্ধতার মধ্যে নজরদারি চালালেও গণমাধ্যমের ক্ষেত্রে বিশেষ করে তথাকথিত 'বিগহাউস'গুলির ওপর দল ও প্রার্থীদের আকর্ষণ বেশি। টিভি চ্যানেলগুলি 'টিআরপি' বাড়ানোর স্বার্থে বহুক্ষেত্রেই সন্ধ্যাবেলার প্রাইম টাইমে রাজনৈতিক তরজার আড়ালে থাকে আরও এক ব্যাকরণ। গত লোকসভা ও রাজ্যবিধানসভা নির্বাচনের সময় রাজ্যবাসী প্রত্যক্ষ করেছে কিছু কিছু সংবাদপত্র ও বৈদ্যুতিন মাধ্যমের ভোল বদলের খেলা।

দেশের বেশিরভাগ মানুষ আজও সংবাদপত্রকে বিশ্বাস করে, মর্যাদা দেয়। টিভি চ্যানেল আজও শক্তিশালী গণমাধ্যম। নানা ধরনের প্রাক নির্বাচনী সমীক্ষাগুলি ভোটারদের তুলনায় অতি নগণ্য সংখ্যক ভোটারদের ওপর সমীক্ষা চালিয়ে থাকেন। প্রকৃত জনমত প্রতিফলিত হোক বা না হোক রাজনৈতিক বিশেষ লক্ষ্য সেখানে প্রতিফলিত হয়।

রাজ্যের কিছু কিছু চ্যানেল সর্বভারতীয় ভাষার কিছু চ্যানেলের মতোই পক্ষপাতদুষ্ট। একই সংবাদকে নানা দৃষ্টিকোণে বিশ্লেষণ করা সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে অন্যতম বিষয় হলেও বাস্তব ক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ দর্শক এবং পাঠক কখনও কখনও বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছেন। শুধুমাত্র অর্থের বিনিময়ে সংবাদ তৈরি, কোনও বিশেষ সংবাদকে অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করে প্রকৃত সংবাদ যা দেশের দশের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ তা আড়ালে ভীড়ে হারিয়ে যাচ্ছে।

পেইড নিউজ-এর ক্ষেত্রে প্রেস কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া সব বুঝলেও জানলেও আইনানুগ সীমাবদ্ধতার কারণে রক্ষণশীল। রাজনৈতিক দলগুলি প্রচারের আঙ্গিক বদলে আজ তথাকথিত বড় বড় গণমাধ্যমকে আশ্রয় করে ভোট বৈতরণী পেরিয়ে যাচ্ছে সহজেই। বিগত লোকসভাতে বহুসংখ্যক 'অপরাধী' জনপ্রতিনিধি দিব্যি পাঁচ বছর কাটিয়ে আবারও নির্বাচনের ময়দানে। গণতন্ত্রের পরিহাসে কোনও কোনও সংবাদমাধ্যমকে তাঁরা 'আপন' করে নিয়ে নিজেদের সৎ ভাবমূর্তি, কর্মযোগী দেশসেবকের ভাবমূর্তি বানিয়ে নিয়েছেন। টাকার ব্যাগ হাতে সুযোগসন্ধানীদের ভীড় খেলার মাঠ থেকে রাজনীতির ময়দান সর্বত্রই দেখা যাচ্ছে।

অমৃতকথা

২০৩। সংসারী লোকদের যদি বলো সব ত্যাগ করে ঈশ্বরের পাদপদ্মে মগ্ন হও তো, তারা কখনও শুনবে না। তাই বিষয়ি লোকদের টানবার জন্যে গৌর নিতাই দু'ভাই মিলে পরমর্শ করে ব্যবস্থা করলেন 'মাগুর মাছের ঝোল, যুবতী মেয়ের কোল, বোল হরি বোল'। প্রথম দুটির লোভে অনেকে হরিবোল বলতে যেতো। হরিনামে একটু আস্বাদ পেলে তারা বঝতে পারল যে, মাগুর মাছের ঝোল আর কিছুই নয় কেবল হরিপ্রেমে যে অশ্রুধারা পড়ে তাই, আর যুবতী মেয়ে কিনা-পৃথিবী। যুবতী মেয়ের কোল কিনা-ধুলো হরিপ্রেমে গড়াগড়ি।

২০৪। খই ভাজতে ভাজতে যেটা ছিটকে খোলার বাইরে পড়ে সেটা বেদাগ হয়। আর যেগুলো খোলার ভেতর থাকে সেগুলো খই হয় বটে, কিন্তু দাগ থাকে, সাধনা করতে করতে যারা সংসারের বাইরে গিয়ে পড়ে তারাই পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করতে পারে। সংসারের ভেতর থেকেও সিদ্ধিলাভ করা যায় বটে, কিন্তু কিছু না কিছু দাগ থেকে যায়।

শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণপরমহংসদেব

গুজরাতে নরেন্দ্র মোদীর কি কোনও 'সেফ' আসন নেই?

হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়

শেষপর্যন্ত নরেন্দ্র মোদীকে বারাণসী থেকে বিজেপি'র পক্ষে এবারের লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কোনও সন্দেহ নেই, বারাণসী মূলত হিন্দুদের অত্যন্ত পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। শুধু তীর্থক্ষেত্রই নয়, বারাণসী সংস্কৃতির দিক থেকেও অত্যন্ত সমৃদ্ধ শহর। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত ঘোষণার পরে নানান প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। প্রথম প্রশ্ন হল, মোদীজী আদতে গুজরাতের নেতা। সেখানে কি তাঁর জন্য কোনও 'সেফ' আসন পাওয়া গেল না। ১৫ বছর ধরে বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেও যিনি তাঁর মুখ্যমন্ত্রীত্বের আসনে চিড় ধরাতে দেননি। ২০০২ সালের গুজরাত দাঙ্গার পর যখন চারদিক এমনকী দেশের বাইরে থেকেও তাঁর প্রতি আক্রমণ চালানো হয়, তখনও তিনি যথাযথভাবে তার মোকাবিলা করেন। এই দাঙ্গার পর অনেকেই মনে করেছিলেন, তিনি আর মুখ্যমন্ত্রীত্বের আসন ধরে রাখতে পারবেন না। তবে নির্বাচনের ফল সবসময় তাঁর পক্ষেই গিয়েছিল। এই অসামান্য দক্ষতার সুবাদে তাঁর ভাবমূর্তি ভিন্ন মাত্রা পায়।

কিন্তু সাম্প্রতিককালে সঙ্ঘ ও বিজেপি নেতৃত্ব মোদীজীকে গোবলয়ে দাঁড় করিয়ে কিস্তি মাত করতে চাইছেন। ঘটনা পরম্পরা এবং তাঁর শরীরি ভাষা দেখেও বুঝতে অসুবিধা হয় না, নরেন্দ্র মোদী নিজেও চেয়েছেন বারাণসী থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে। এর ফলে কোনও সন্দেহই রইল না তিনি হিন্দুত্বের ওপর ভর করেই সামনে এগিয়ে যেতে চাইছেন। অনেকের মতে, গুজরাতের কোনও আসন মোদীজীর পক্ষে আর নিশ্চিন্ত নয়। অন্যদিকে বারাণসী থেকে এতদিন বিজেপি'র পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেছেন পণ্ডিত মুরলী মনোহর যোশী। বারাণসীতে শ্রী যোশীর প্রভাবে বেশ কিছুদিন ধরে বিজেপি'র অনুকূলে বাতাস বইছে। তাই কি এমন প্রয়োজন হল, মুরলী মনোহর যোশীকে সরিয়ে নরেন্দ্র মোদীকে জায়গা করে দিতে হবে? একথা ঠিক, দীর্ঘদিন ধরে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীত্বের আসন অলঙ্কৃত করেছেন উত্তরপ্রদেশ থেকে জিতে আসা প্রার্থীরা। কিন্তু সেই 'মিথ' তো ইতিমধ্যেই ভেঙে গিয়েছে। তবে আরও চমক অপেক্ষায় ছিল। সম্প্রতি বিজেপি'র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নরেন্দ্র মোদী বারাণসী ছাড়া গুজরাতের একটি আসন থেকেও আসন্ন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন। অতীতে অটলবিহারী বাজপেয়ী এবং লাল কৃষ্ণ আডবাণী একইসঙ্গে দু'টি

আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। তবে সেইজন্য নরেন্দ্র মোদীকে একইসঙ্গে দু'টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে, তার কি মানে আছে!

নরেন্দ্র মোদী যদি হিন্দুত্বের তাস নিয়ে এখানকার মানুষের কাছে চমক সৃষ্টি করতে চান, তাহলে কিন্তু তা তাঁর পক্ষে ক্ষতিই করতে পারে।

সঙ্ঘ এবং বিজেপি'র নেতৃত্বের ধারণা, নরেন্দ্র মোদী বারাণসী থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে তার প্রভাব পাশের রাজ্য বিহারেও পড়বে। এর পরেও যে কারণটি উঠে আসছে তা হল, উত্তরপ্রদেশে হিন্দু ভোটকে একত্রিত করা। সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশ এবং বিহার বিভিন্ন পরিসংখ্যানের মাধ্যমে জানা গিয়েছে, সেখানে সংখ্যালঘু ভোট আসন্ন নির্বাচনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হবে। একই অবস্থা দেখা যাচ্ছে, গুজরাতেও। সেখানকার সংখ্যালঘু ভোটাররা কতটা লোকসভা নির্বাচনে বিজেপিকে সমর্থন করবে, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। মনে রাখা প্রয়োজন, অতীতের বারাণসীর সঙ্গে আজকের এই পবিত্র তীর্থভূমির অনেক তফাৎ ঘটে গিয়েছে। যতদিন যাচ্ছে, এখানেও সংখ্যাগুরুদের আধিপত্য হ্রাস পাচ্ছে। শহর বারাণসীর বাইরেও অনেকটা জায়গা জুড়ে এই কেন্দ্রকে পুরোপুরি হিন্দু অধ্যুষিত কেন্দ্র বলা যাবে না। বারাণসীর গঙ্গার উল্টোদিকে রামনগরের অবস্থানও ক্রমশ বদলে যাচ্ছে। বারাণসী বললে তিনটে জিনিস চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ষাঁড়, সিঁড়ি আর সন্ন্যাসী - এই তিন নিয়ে বারাণসী। ঘাটগুলি আজও অটুট আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এখানকার আভ্যন্তরীণ চেহারার ক্রমশই পরিবর্তন হচ্ছে। এমতাবস্থায়, বারাণসী তথা কাশীতে এক অর্থে সম্পূর্ণ নতুন প্রার্থী নরেন্দ্র মোদীকে যতই জায়গা দেওয়া হোক না কেন, সেখান থেকে জয়লাভ করা যতটা সোজা মনে হচ্ছে ততটা হবে না।

গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো, আম আদমি পার্টির নেতা অরবিন্দ কেজরিওয়াল বারাণসী থেকে মোদীজীর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বলে ঘোষণা করেছেন। সমাজের একটি অংশের মানুষ আমআদমি পার্টিকে মনে মনে যে সমর্থন করেন, ইতিমধ্যেই তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। তাই এবার বারাণসী কেন্দ্রের লড়াই যথেষ্ট আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে। বিশেষত, নরেন্দ্র মোদী যদি হিন্দুত্বের তাস নিয়ে এখানকার মানুষের কাছে চমক সৃষ্টি করতে চান, তাহলে কিন্তু তা তাঁর পক্ষে ক্ষতিই করতে পারে। দ্বিতীয়ত, বিরোধীরা প্রচার করবেনই, গুজরাতে মোদীজীর এই প্রশ্নের উত্তরও তাঁকে দিতে হবে। পরিশেষে একথা হলফ করে বলা যায়, এতদিন এখান থেকে জিতে আসা সাংসদ পণ্ডিত মুরলী মনোহর যোশী যে এহেন সিদ্ধান্তে অখুশী হয়েছেন, এনিয়ে বোধহয় কারোরই কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না। তার প্রভাবে মোদীজীর জয়যাত্রা কতটা ব্যহত হয় তা নিয়ে অবশ্যই ভাববার অবকাশ রয়েছে।

পাঠকের কলমে

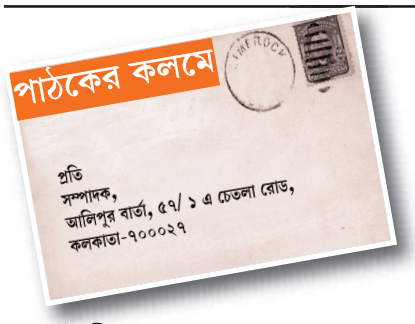

ইতিহাসের বানানে পরিবর্তন নেই কেন?

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অর্ধ শতাব্দীর অধিক সময়কালে বাংলা বানান শিল্পে ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধন ঘটেছে। মধ্যশিক্ষা পর্ষদও যে সে বিষয়ে ভীষণরকম সজাগ তা তাদের কার্যকলাপের দিকে লক্ষ্য রাখলে বুঝতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু পরম্পরা মেনে মাধ্যমিক পরীক্ষার 'ইন্ডিয়া অ্যান্ড হার পিপল' বিভাগের ভূগোল বিষয়ে আধুনিক বাংলা বানান ব্যবহারে পর্ষদ যে দক্ষতার পরিচয়

দেয় ইতিহাসে ঠিক তার বিপরীত, বর্তমানে অপ্রচলিত বানান ব্যবহারে এতো আগ্রহ কেন? দৃষ্টান্ত স্বরূপ: 'উনিশ', 'বৃটিশ', 'ফরাইজি', 'খ্রীস্টাব্দ', 'এ্যাক্ট', 'ইউরোপিয়' (২০১৪), 'তৈরী', 'শ্রেণির', 'ইষ্ট' (২০১৩), 'ইংরাজি', 'ইংল্যান্ড', 'রানী', 'সুপারিস' (২০১২) আর 'লেখ' ও 'কর' শব্দ দু'টি তো বাদই দিলাম। প্রতিটি ক্ষেত্রে তো একই রূপ। ইতিহাস বিষয়ের শিক্ষকগণ কৌতুকের সুরে বলেন, বিষয়টি তো ইতিহাস, তা-ই পুরাতন বানান রীতি। কিন্তু আমরা তো জানি, বর্তমান পরিবর্তনশীল বিজ্ঞান বিষয়গুলির মতো একই সারিতে ইতিহাস বিষয়ের অবস্থান। তাহলে এটাই কী জানবো, উক্ত শিক্ষকদের বক্তব্য 'মধ্যশিক্ষা পর্ষদ' অনুসরণ করছে?

তরুণ মণ্ডল

শ্যামসুন্দর পল্লি, সরসুনা, কলকাতা-৬১।

পাঠকেরা চিঠি পাঠাতে পারেন এই ঠিকানায় - ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা- ২৭। ফেসবুকেও ম্যাসেজ পাঠাতে পারেন। ইমেল করুন - alipur_barta@yahoo.co.in.

রাজ্য রাজনীতি

মুর্শিদাবাদে এবার ঘাসফুল ফুটবেই: এমাঁনী বিশ্বাস

এবার মুর্শিদাবাদে ঘাসফুল ফুটবেই। বুধবার কলকাতায় আত্মপ্রত্যয়ী সূতি কেন্দ্রের বিধায়ক এমাঁনী বিশ্বাস একান্তে কথাগুলি বললেন। এর কারণ, কি এ প্রশ্নে তিনি বলেন, মুর্শিদাবাদে তিনটি লোকসভা কেন্দ্রে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যে কাজের জোয়ার শুরু হয়েছে, তার সুবাদেই স্থানীয় মানুষজন নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন। তাঁর অভিযোগ, এতদিন জেলা বা প্রদেশ কংগ্রেস, কোনও উন্নয়নের কাজে নিজেদের সামিল করেনি। ২০১১ সালে সূতি বিধানসভা কেন্দ্রে জনগণ এমাঁনী বিশ্বাসকে ১৮০০০ ভোটে জেতায়।

ভৌগলিক কারণে, এই কেন্দ্রের লাগোয়া অঞ্চলে রয়েছে বাংলাদেশ। তাই ভারতীয় পশু পালকেরা এপারে গরু-ছাগল পুষলে একসময় স্থানীয় থানার দারোগা তাদের ওপর অবৈধতার অভিযোগ তুলে অকারণে হামলা চালাত। এই নিয়ে স্থানীয় বিধায়ক হিসেবে শ্রী বিশ্বাস যখন সরব হলেন, তখন তাঁকেও লাঠিপেটা করতে দ্বিধা করেনি স্থানীয় থানার পুলিশ। তখন কোনও কংগ্রেসী নেতৃত্ব তাদের পাশে দাঁড়ায়নি। সাম্প্রতিককালে রাজ্যসভা নির্বাচনের সময় আজীবন সিপিআই(এম)-এর বিরোধিতা কার সত্ত্বেও তাদের বামপন্থী প্রার্থীকে ভোট দিতে বলা হয়। বিরোধিতা করেন এমাঁনী বিশ্বাসসহ অনেকেই। শ্রী বিশ্বাসের স্পষ্ট স্বীকারোক্তি, রাজনীতি করতে গিয়ে যে পাতায় খাই সেই পাতা ফুটো করতে পারব না।

সমর্থকদের মাঝে এমাঁনী বিশ্বাস। (ডানদিকে)

এলাকায় প্রকট হয়ে আছে নদী ভাঙনের সমস্যা। এই জলন্ত সমস্যার সমাধানে বিশেষভাবে তৎপর হয়েছেন শ্রী বিশ্বাস। তাই বর্তমানে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী ও তার সাকরেদরা তাঁকে শত্রু বলে ভাবতে শুরু করেছেন।

এলাকায় বিড়ি শিল্পের সঙ্গে কয়েক হাজার মানুষ জড়িয়ে আছেন। একসময়ে এক হাজার বিড়ি বাঁধলে তাদের দেওয়া হত ৫৫ টাকা। মালিক পক্ষের লোক হওয়া সত্ত্বেও লড়াই করে সেই দরকে তিনি ১০৫ টাকায় নিয়ে এসেছেন। তবে তাতেও তিনি সন্তুষ্ট নন। তিনি চান, বিড়ি শ্রমিকদের ন্যূনতম ১৭২ টাকা মজুরী (১০০০ বিড়ি বাঁধলে) দিতে হবে। না হলে এই দুর্মূল্যের বাজারে তাদের সংসার চলবে কি করে!

সূতি বিধানসভা মূলত কৃষিপ্রধান এলাকা। অথচ কৃষকেরা কখনই চাষ করে ন্যায্য মূল্য পান না। ইতিমধ্যেই শ্রী বিশ্বাস রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দরবার করে ঔরাঙ্গাবাদ ও আহিরণে, দুটি কৃষক মাণ্ডি তৈরির দাবি আদায় করে নিয়েছেন। নির্বাচন পর্ব শেষ হয়ে যাওয়ার পর এই দুটি কৃষক মাণ্ডি বাস্তবে রূপায়িত হবে।

বিদ্যুতের অভাব এলাকার একটি চিহ্নিত সমস্যা। তাই তিনি ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে জেনারেটর বসানোর ব্যবস্থা করেছেন।

ঔরঙ্গাবাদ একটি অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা। তাই এখানকার সার্বিক উন্নয়নে এমাঁনীর তত্ত্বাবধানে নতুন করে ভাবনা চিন্তা শুরু হয়েছে। তারই সুবাদে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে এই এলাকাকে যাতে পৌরসভার আকার দেওয়া যায়, সেই দাবিও করা হয়েছে। শ্রী বিশ্বাস ইতিমধ্যেই এলাকায় একটি কলেজ তৈরি করার জন্য বিশেষভাবে উদ্যোগী হয়েছেন।

এলাকায় আর্সেনিকমুক্ত পানীয় জল যাতে সরবরাহ করা যায় তার জন্য ইতিমধ্যেই তিনি আলোচনা করেছেন রাজ্যের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের সঙ্গে।

পি.এইচ.ই'র পক্ষ থেকে নির্দিষ্টভাবে জলের ট্যাঙ্ক বসানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। শ্রী বিশ্বাস ও তাঁর পরিবারের ব্যবস্থাপনায় আলতাফ চ্যারিটেবল ট্রাস্টের ভূমিকা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়।

কাজের মানুষ আর কাছের মানুষ - দু'টো কথাই প্রযোজ্য শ্রী বিশ্বাসের ক্ষেত্রে। তাঁর স্পষ্ট স্বীকারোক্তি, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে যে উন্নয়নের জোয়ার এসেছে তার সুফল মুর্শিদাবাদের মানুষ পাবেনই। আর আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে এই জেলা থেকে ঘাসফুলের দাপটে অনেকেই খড়কুটোর মতো উড়ে যাবে, এ-বিশ্বাস মানুষের মনে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয়েছে।

'কঠিন লড়াই' শব্দের অর্থ কী?

দক্ষিণ ২৪ পরগণার পৈলানের জনসভায় তৃণমূল সুপ্রিমো যে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, তার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। তিনি জানেন, দলের মধ্যে গোষ্ঠী কোন্দল আছে। অন্যদিকে এবারের নির্বাচনে তাঁর দল যত বেশি আসন পাবে ততই দিল্লির দরবারে গুরুত্ব বাড়বে। পাশাপাশি তিনি ওইদিন অবাঙালি ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে আরও বেশি করে সখ্যতা বৃদ্ধির চেষ্টাও করেছেন। এই রাজ্যে বিজেপি'র কোনও অস্তিত্ব না থাকলেও মূলত অবাঙালি ভোটারদের ওপর তার প্রভাব পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। এর কারণ হল, পূর্ব বাংলা অধুনা বাংলাদেশ থেকে আসা মানুষজন কিছুতেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যদের মেনে নিতে চান না। সেই জন্য পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত জেলাগুলিতে বিজেপি'র প্রভাব কিছুটা চোখে পড়ছে। রূঢ় বাস্তব হল, উপযুক্ত সংগঠন না থাকলে এ ধরনের নির্বাচনী যুদ্ধে জেতা যায় না। তাই ভোটের বাক্স অবধি ভোটদাতাকে নিয়ে যাওয়া বিজেপি'র পক্ষে প্রায় অসম্ভব। তা সত্ত্বেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগে থেকে অনেক সাবধানী হয়ে এই বক্তব্য রেখেছেন।

মেদিনীপুরে দেব, সন্ধ্যা রায়

চোখের সামনে দেব দর্শন। অনেকটা আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের মতো। ঘরের ছেলে রাজু এখন দেব-একথাটা বোধহয় ঘাটাল লোকসবার প্রায় সবাই জানেন। তবে ভূমিপুত্র যে তাদের এলাকার নির্বাচনপ্রার্থী, এ-কথা শোনামাত্র উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে সমগ্র এলাকা। সেই রাজু ওরফে দেব, যখন ফেডেড জিন্স আর গাঢ় গোলগলা টি-শার্ট পরে জনতার উদ্দেশে বললেন, তোমরা সবাই ভাল আছো তো, তখন আর বাঁধ মানেনি কেউ। একসময় ভিড় দেখে মেদিনীপুরের জেলা তৃণমূল সভাপতি দীনেন রায় বলেন, স্টেডিয়ামের চারটে গেটই খুলে দেওয়া হচ্ছে। সকলে ধীরে ধীরে ঢুকবেন, যাঁরা এসেছেন তাঁরা কেউই ফিরে যাবেন না। অবস্থা দেখে মুকুল রায় বলেছেন, এত উচ্ছ্বাস। এত আবেগ। এটা কর্মীসভা নয়, জনসভায় পরিণত হয়েছে। দেব বলেছেন, এই যে আপনাদের সামনে এই মঞ্চে দাঁড়িয়ে আছি, এটা সম্ভব হয়েছে শুধুমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য। তিনি বলেছেন, প্রার্থী হিসেবে যেদিন আমার নাম ঘোষণা করা হয়েছিল, সেদিন ভয়ে মোবাইল বন্ধ করে রেখেছিলাম। পরের দিন ভাবলাম, কেন আমি প্রার্থী হতে পারি না। নতুন প্রজন্মকে তো এগিয়ে আসতেই হবে। দেশ গড়ার সময় হয়ে গিয়েছে। যুবশক্তিকে এই কাজে এগিয়ে আসতেই হবে। তাই তোমাদের সকলকে বলছি, প্লিজ তোমাদের ভোটটা দাও। এই দেশটা আমাদের। আমাদেরই চালাতে হবে।

এদিনের কর্মীসভায় সন্ধ্যা রায় বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নে আপনারা সামিল হয়েছেন। আমিও নিজেকে এই কাজে সামিল করতে চাই। আপনাদের সেবা করার জন্য আমি এখানে এসেছি। মনে হয়, আপনাদের মন জয় করতে পারব।

বিশেষ সূত্রে জানা গিয়েছে, দেব-এর নির্বাচনী প্রচারে থাকার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছেন মিঠুন চক্রবর্তী ও প্রসেনজিৎ।

পাহাড়ে আলাদা রাজ্যকে সমর্থন বিজেপি'র

একটু ঘুরিয়ে দার্জিলিং-এর বিজেপি প্রার্থী সুরিন্দর সিং আলুওয়ালিয়া গোর্খাল্যান্ডের দাবিকেই সমর্থন করলেন। বুধবার শিলিগুড়িতে পা দিয়েই বিজেপি'র সর্বভারতীয় সহ সভাপতি এই দাবিকে স্পষ্ট করে দেন। পাহাড়ে মোর্চা নেতাদের নামে নতুন করে ধরপাকড় হুলিয়া জারির ঘটনায় রাজ্য সরকারের সমালোচনাও করেন তিনি। শ্রী আলুওয়ালিয়া আরও বলেন, পাহাড়ে অনেক সমস্যা আছে। এখানে সরকারি উদ্যোগে কোনও উন্নয়ন হয়নি। বিজেপি ছোট ছোট রাজ্যের সমর্থক। আমরা সমর্থন করেছি বলেই তেলেঙ্গানা রাজ্য গঠিত হয়েছে। মোর্চা নেতাদের হয়রান করার ব্যাপারে আমরা উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধি দল নির্বাচন কমিশনের কাছে পাঠাব। নির্বাচনের পরে তৃণমূলের সঙ্গে কোনও জোট হবে কিনা, এ-প্রশ্নে বিজেপি প্রার্থী বলেন, আমরা আগ বাড়িয়ে কিছু বলব না। ■*নারদ গায়েন*

সৌরভ নন্দীর একক চিত্রপ্রদর্শনী

নিজস্ব প্রতিনিধি: সম্প্রতি অ্যাকাডেমি ফাইন আর্টসের সাউথ ব্লকে তরুণ শিল্পী সৌরভ নন্দীর ৭ দিন ব্যাপি একক চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হল। মূলত পেন স্কেচের ওপর ২১টি ছোট-বড় বিভিন্ন রকমের ছবি এই প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছিল। উদীয়মান শিল্পী সৌরভের এটিই প্রথম একক চিত্র প্রদর্শনী। প্রতিটি ছবির মধ্যে একটি অপরূপ সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন শিল্পী সৌরভ। উডক্রাফ্টকে নানাভাবে প্রতিটি ছবিতে উপস্থাপিত করে চিত্র প্রদর্শনীটিকে অন্য মাত্রা দেয়। এই প্রদর্শনীটি উদ্বোধন করেন আর এক অগ্রজ খ্যাতনামা শিল্পী রবীন মণ্ডল। এছাড়া উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিল্পী বিপিন গোস্বামী, শিল্পী দেবব্রত চক্রবর্তীসহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

তবলার রিদ্‌মেই আত্মাকে খুঁজে পান অনির্বাণ

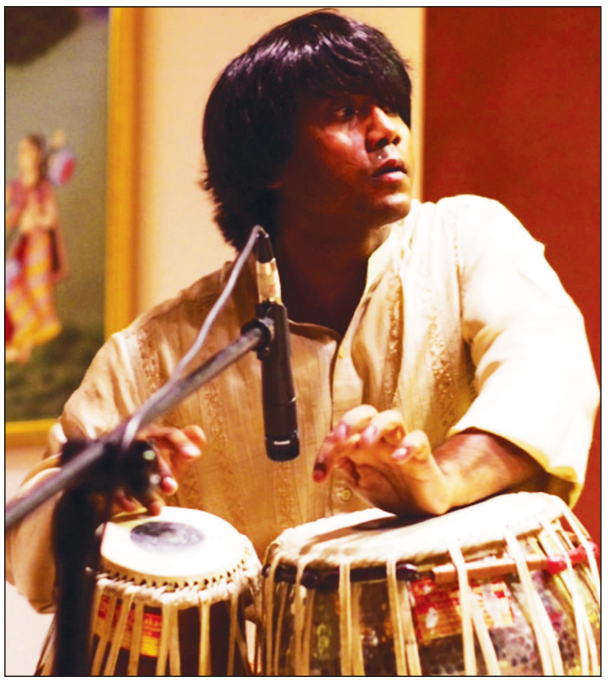

সঞ্জয় সরকার: ‘ওস্তাদ জাকির হোসেন মগ্ন হয়ে নিজেকে তখন উজাড় করে দিচ্ছেন তবলার স্বরলহরীর মহাসমুদ্রে। সামনে বসে ছাত্ররা তাতে অবগাহন করে চেষ্টা করছে সেই বিশাল সমুদ্র থেকে যতটা হোক সঞ্চয় করে নিজেদের উত্তরণ ঘটানোর জন্য। হঠাৎ উপবিষ্ট তরুণ-তরুণীদের উদ্দেশে তবলা মায়োস্ট্রা বললেন, তোমরা একজন কেউ এসে আমার সঙ্গে বাজাও। কিন্তু কে যাবে সাহস করে! সকলের মুখের দিকে দেখতে দেখতে হঠাৎ বললেন - অনির্বাণ তুমি এস। আমার শরীর সেই মুহূর্তে একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। একে অত ছাত্রের মধ্যে নগণ্য জ্ঞান সম্পন্ন আমাকে ডাকছেন তার ওপর তখন বাজনা হচ্ছে রূপক তালে। বাজনার পরে উনি বললেন, ভাল হয়েছে তবে আরও রেওয়াজ করতে হবে। উনি যে আমাকে ডাকলেন সেটাই আমার কাছে সবকিছু। তবে একটা আত্মবিশ্বাস ততদিনে তৈরি হয়েছিল বিশ্বের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ কয়েকজন মহাসঙ্গীতজ্ঞের পায়ের কাছে বসে শিক্ষা নেওয়ার ফলে। সারা জীবন ধরে আমার একটাই প্রার্থণা এইরকম ডাক বার বার আসুক।’— বসন্ত উৎসবের অপরাহ্নে দক্ষিণ কলকাতার নিজের ড্রইং রুমে বসে গত দু’দশক ধরে সঙ্গীতের পৃথিবীতে নিজের অভিযাত্রার কথা বর্ণনা করছিলেন তরুণ তবলা শিল্পী অনির্বাণ রায়চৌধুরী। অসমে জন্ম হলেও তাঁর গুরুকুল ছিল মুম্বাইতে। গত ছ’বছর ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সিতে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন কিশোর শিল্পীদের প্রশিক্ষণ এবং পাশাপাশি পৃথিবী শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞদের পাশে বসে দর্শকদের কাছে নিজের সঙ্গীত প্রতিভাকে রসিক দর্শকদের দরবারে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে।

অনির্বাণের জন্ম এবং শৈশব যাপন সম্পূর্ণটাই কিন্তু সঙ্গীতের সরোবরে। অসমের নওগাঁ জেলার লঙ্কা শহরে বাবা অখিল রায়চৌধুরীকে জ্ঞান হওয়া থেকে দেখেছেন বিখ্যাত সঙ্গীত গুরুদের সংস্পর্শে থাকতে। প্রতি সপ্তাহ অন্তে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞরা এসে জড়ো হতেন রায়চৌধুরী বাড়িতে। সারাদিনই চলত জলসা। ওই পরিবেশে পাঁচ বছর বয়স থেকেই বসে থাকতে থাকতে অনির্বাণ আপনা আপনি শিখে গিয়েছিলেন বেসিক তালগুলি। বড়দা এবং বড়দি দু’জনেই স্বাভাবিকভাবেই হয়ে উঠেছিলেন সঙ্গীতজ্ঞ। এই বাসন্তী অপরাহ্নের আড্ডায় উপস্থিত দিদি রূপা রায়চৌধুরী যিনি বর্তমানে লঙ্কা শহরে কাঞ্জীলাল সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের কর্ণধার, তিনি বললেন, এই সাঙ্গীতিক পরিবেশে কথা বলতে শেখার আগেই আমরা সঙ্গীতের তাল-লয় শিখে যেতাম। ওঁদের দাদা অনিমেষ রায়চৌধুরী অসমের ডিমাপুরে পরিচালনা করেন সুরলোক মিউজিক কলেজ। স্কুল জীবনে অনির্বাণ খ্যাতি পেতে শুরু করেন তবলা বাজিয়ে। লক্ষ্ণৌবাসী ওস্তাদ আফাহুসেন খাঁ ছিলেন তাঁর প্রথম অনুপ্রেরণা। সঙ্গীতের অন্য কোনও শাখায় না গিয়ে তবলাকে কেন নির্বাচন করলেন সে প্রসঙ্গে অনির্বাণ বললেন, আসলে তবলায় রিদমের মধ্যে নিজের আত্মাকে খুঁজে পেতাম। আর বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞরা তো বলেন, রিদমই হচ্ছে সঙ্গীতের হৃদয়।

১৯৯৪ সালে মুম্বাইয়ে ওস্তাদ আল্লারাখা খান ইন্সটিটিউট অব মিউজিকে অনির্বাণের শিক্ষা শুরু হয়। অনেক কষ্ট করে তখন মুম্বাইতে থাকতে হয়েছিল। তবু সপ্তম শ্রেণিতে পড়ার সময় পিতৃহারা অনির্বাণকে সবসময়ই অবলম্বন দিয়ে গিয়েছেন বড়দা অনিমেষ। ওই শিক্ষাকেন্দ্রে শেখাতেন পণ্ডিত যোগেশ সানসি। ওস্তাদ জাকির হোসেন ভারতে এলেই অনির্বাণদের সুযোগ হত তাঁর পাদপীঠে বসে একান্তে জাকিরজী’র কাছে শিক্ষা নেওয়ার। যোগেশ দাদার কাছে রোজ পাঞ্জাবী ঘরানার তবলা শিক্ষার পাশাপাশি সেই সময় সান্নিধ্য পেয়েছেন আদিত্য কল্যাণপুর, প্রফুল্ল আটলে, অনুরাধা পল, পণ্ডিত দীনকর কায়েনকির। এছাড়া নিয়মিত পণ্ডিত সুরেশ তলোয়ারকর, পণ্ডিত অনিন্দ্য চ্যাটার্জির ওয়ার্কশপেও যেতেন তিনি। লক্ষ্ণৌ ভাতখণ্ডে সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় থেকে ‘সঙ্গীত বিশারদ’ ডিগ্রি ও বঙ্গীয় সঙ্গীত পরিষদ থেকে ‘সঙ্গীত নিপুণ (এম

মিউজ)’ উপাধি প্রাপ্ত হন। এরপর ২০০০ সালে বাংলাদেশে আইসিসিআর-এর উদ্যোগে ট্যুরে সুযোগ পান পণ্ডিত ধ্রুব ঘোষের সঙ্গে সঙ্গত করার। ২০০০ সালে সঙ্গীতে স্নাতক হন অনির্বাণ। এরপর ভারতীয় বিদ্যাভবনের তৎকালীন অধ্যক্ষ শশীকলা কৈকেনি-র নির্দেশে পাঁচ বছর শিক্ষকের চাকরি করেন ওই কেন্দ্রে। এর মধ্যে ২০০২ সালে সেতার বাদক ওস্তাদ রওফৎ খানের সঙ্গে চার মাস ধরে জার্মানি, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ডে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সংগত করার সুযোগ পান। এর মধ্যে অনির্বাণ দেখলেন একটা সমস্যা চাকরি করতে গিয়ে প্রতিদিন বিকেল-সন্ধ্যেবেলায় ব্যস্ত হয়ে থাকছেন। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যেতে পারছেন না। অথচ এসব অনুষ্ঠানে যাওয়া জরুরী। কারণ, শুধু গুরুর কাছে শেখা আর রেওয়াজটাই সব নয়, বিভিন্ন সঙ্গীতজ্ঞদের বাজনা ও গান অনুষ্ঠানে গিয়ে না শুনতে পারলে নিজের শিক্ষার প্রসার ঘটে না। নিজের ত্রুটিও ঠিক করা যায় না। এরপরে চাকরি ছাড়লেন এবং ২০০৭-এ পণ্ডিত সুধীন্দ্র ভৌমিকের সঙ্গে তিন মাস আমেরিকার বিভিন্ন শহরে সঙ্গীত অনুষ্ঠানে বাজানোর সুযোগ পেলেন। ফিরে আসার পর বিভিন্ন জলসায় বাজনা শোনানোর পাশাপাশি মুম্বাইয়ের নেহরু সেন্টারে সেন্টার ফর ইন্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল মিউজিকে সুযোগ পেলেন নিজের মনের মতো করে কাজ করার। এখানে প্রতি তিন মাসে অনির্বাণরা একটি বড় অনুষ্ঠান আয়োজন করতেন। সেখানে প্রথম আধঘণ্টা দুটি শিশু শিক্ষার্থীকে প্রদর্শনী করার সুযোগ দিয়ে তারপর একঘণ্টা অনুষ্ঠান করতেন অনির্বাণদের প্রজন্মের শিল্পীরা। তারপর আসতেন বরিষ্ঠ বিখ্যাত শিল্পীরা। অনুপ জালোটা, পঙ্কজ উদাস, যতিন ললিতের মতো শিল্পীরা বিনা পারিশ্রমিকে এই অনুষ্ঠানে এসেছেন। পণ্ডিত হরপ্রসাদ চৌরাসিয়ার ছাত্র রূপক কুলকারনি, অন্নপূর্ণা দেবীর ছাত্র সরোদিয়া প্রদীপ

এরপর তেরো পাতায়

ম্যাজিক মোমেন্ট মনের খেয়াল

স্কুলের টিফিনের ফাঁকে কিংবা স্কুল বাস রাস্তার যানযটে আটকে যাবে তখন একঘেয়েমী কাটাতে ছোট্ট ছোট্ট ম্যাজিক দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দিতে পার বন্ধুদের। জন্মদিন কিংবা বিয়ে বাড়িতে বাবা-মায়েরা যখন ব্যস্ত সামাজিকতা নিয়ে তখন তোমরা খুদে বন্ধুরা আসর জমিয়ে ফেলতে পার এইসব ম্যাজিক দেখিয়ে। এবারের পাতায় ম্যাজিক শেখালেন অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

তোমার যে কোনও একজন বন্ধুকে তোমার মুখোমুখি দাঁড়াতে বল। তারপর তাকে বল দু’হাতের আঙুলগুলি পরস্পরের ফাঁকে ফাঁকে গাঁথতে (ছবি দেখো)। তবে প্রথমা আঙুল দুটো সোজা রাখতে বল, পরস্পরকে যেন না ছোঁয়। বন্ধু ওটা করার সঙ্গে সঙ্গে তার হাত দুটোর ওপর তোমার ডান হাত ঘোরাতে থাকো আর মুখে বলতে থাকো। ‘চিচিং বনধ, চিচিং বনধ’ - দেখবে সব দর্শক এবং অবশ্যই ওই বন্ধুকে অবাক করে দিয়ে তার

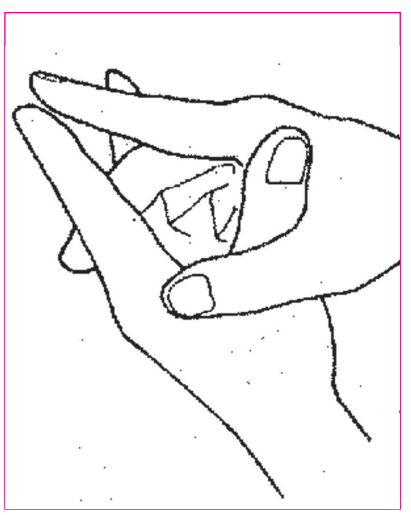

প্রথমা আঙুল দুটো আপনা আপনি পরস্পরের দিকে এগোতে থাকবে, শেষ পরস্পরকে ছোঁবে। আর এটা যখন ঘটবে তখন তুমি হেসে বন্ধুকে বল, ‘এটাই হল চিচিং বনধের ম্যাজিক’।

আসলে শরীর বিজ্ঞানের নিয়ম অনুযায়ী ব্যাপারটা আপনা-আপনি ঘটে।

যখনই তুমি দুটো হাতে আঙুল পরস্পরের ফাঁকে গাঁথবে তখনই প্রথমা আঙুল দুটো পরস্পরের কাছে আসতে চাইবে। আর এটাই দেখতে লাগবে সত্যিকারের ম্যাজিকের মতো।

ছবি: দ্বৈপায়ন মজুমদার, সপ্তম শ্রেণী, পাঠভবন, কলকাতা

ক্ষুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই-মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা JPEG ফরম্যাটে

Rhythm eternal

IN MEMORY OF

LATE AKHIL ROY CHOWDHURY

Presents

Ananda SANDHYA

in association with "Art speaks for Autism"

An evening of Indian Classical Music

On Monday, March 24th, 2014

at

G D Birla Sabhaghar

29 Asutosh Chowdhury Avenue,
Ballygunge, Kolkata, at 6 pm.

Anirban Roy Chowdhury - Tabla Solo
Sabir Khan - Sarangi

Vidushi Haimanti Sukla - Vocal
Anirban Roy Chowdhury -Tabla
Sri Hiranmoy Mitra - Harmonium

Pandit Partho Sarathy - Sarod
Pandit Subhankar Banerjee - Tabla

You are cordially invited

Conceptualized, Created and Produced by
ANIRBAN ROY CHOWDHURY

MEDIA PARTNER

Tara Muzik

RSVP
ANIRBAN ROY CHOWDHURY
+91-9883911324 | +91-8879449024
E-mail : roytabla@gmail.com

Invitation Cards are available from
G. D. BIRLA SABHAGHAR

BY INVITATION ONLY
SEATS ARE AVAILABLE ON FIRST COME FIRST SERVED BASIS

শ রী র নি য়ে ক থা

স্বল্প খরচে আধুনিকতম চিকিৎসার সুযোগ পাচ্ছেন বেহালা বালানন্দ ব্রহ্মচারী হসপিটাল অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টারে

নিজস্ব প্রতিনিধি: স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা মানুষের জন্মগত অধিকার। যে কোনও অসুখে এবং শরীরের রোগ নির্মূল করার জন্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরিষেবা পাওয়া ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে প্রত্যেকটি মানুষের কাছে একান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু আমাদের দেশ তথা সমগ্র বিশ্বেই চিকিৎসা পরিষেবা ক্রমশই দরিদ্র-মধ্যবিত্ত মানুষের আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে আজকে ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গে কিছু সংস্থা ও বেশকিছু চিকিৎসক এগিয়ে এসেছেন মানুষের সেবায়। এইরকমই কিছু নরনারায়ণ সেবী মানুষের উদ্যোগে বেহালা অঞ্চলের পাঠক পাড়ায় প্রতিষ্ঠিতি হয়েছে বালানন্দ ব্রহ্মচারী হাসপাতাল ও গবেষণা কেন্দ্র। সামান্য খরচে অত্যাধুনিক চিকিৎসার সবরকম পরিষেবা পাবেন এখানে। সবচেয়ে বড় কথা এখানকার চিকিৎসক-নার্স-স্বাস্থ্যকর্মী ও পরিচালকবৃন্দ সবসময় হাসি মুখে রোগী ও রোগীর আত্মীয়দের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁদের সবরকম সমস্যা দুরীকরণে দিবারাত্র নিয়োজিত রয়েছেন।

আমাদের প্রধান লক্ষ্যই হল সাধারণ মানুষকে অল্প খরচে উন্নত পরিষেবা দেওয়া।

মাত্র সাড়ে তিনশো টাকায় বেড ভাড়ায় এখানে রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে। এখানে দুটি বিল্ডিংয়ে আউটডোর এবং ইনডোরে অজস্র সাধারণ মানুষের চিকিৎসা পরিষেবার ব্যবস্থা রয়েছে। এখানে ইনডোরে ইএনটি, ডেন্টাল, পেডিয়াট্রিক্স, নেফরোলজি, সার্জারি, গাইনোকোলজি, কার্ডিওলজির মতো বিভিন্ন পরিষেবা দেওয়া হয়। এই পরিষেবাগুলি আউটডোর বিভাগেও অত্যন্ত স্বল্প মূল্যে পাওয়া যায়। এখানে প্রায় ১৫৮টি বেড রয়েছে। রবিবারও এখানকার আউটডোর খোলা থাকে। এখানে ৪টি আধুনিক অপারেশন থিয়েটার রয়েছে। খুব অল্প টাকায় আইসিসিইউ ইউনিট রয়েছে। প্রায় প্রতিদিন গড়ে ১৫০ মতো রুগী আউটডোরে চিকিৎসা পরিষেবা পান। এই হাসপাতালের পরিষেবা প্রসঙ্গে এখানকার সচিব মিহির চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'যেহেতু এটি একটি ট্রাস্টের মাধ্যমে চলে তাই আমাদের লক্ষ্যই হল অল্প খরচে সাধারণ মানুষকে উন্নতমানের চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া। আশেপাশে অনেক বড় বেসরকারি হাসপাতাল আছে। কিন্তু সেখানে আমাদের মতো এত কম খরচে কোনও পরিষেবা পাওয়া যায় না। আমরা সবসময় চেষ্টা করি রুগীকে স্বল্প অর্থের বিনিময়ে উন্নত পরিষেবা দেওয়ার।

এখানে মাত্র ১৮০০০ টাকায় 'ল্যাপকলি'র মতো অস্ত্রোপচার করা হয়। দু'ধরনের বেড এখানে রয়েছে। একটি সাধারণ মানুষের জন্য অন্যটি উচ্চবিত্ত মানুষের জন্য। উন্নতমানের পরিষেবা দেওয়ার জন্য খুব শীঘ্রই এখানে একটি চোখের ইউনিট খোলা হচ্ছে। এছাড়া প্রায় প্রতি রবিবার এখানকার বিশিষ্ট ডাক্তাররা অঞ্চলের ক্লাব সংগঠনের ডাকে ফ্রি ক্যাম্প করে থাকেন।'

এই হাসপাতালের পরিষেবা সম্পর্কে এক সিনিয়র ডাঃ সৌমেন দাস জানান, 'আমাদের প্রধান লক্ষ্যই হল সাধারণ মানুষকে অল্প খরচে উন্নত পরিষেবা দেওয়া। আমাদের এখানে এমার্জেন্সি ব্যবস্থা নেই। কারণ, তার জন্য যে পরিকাঠামো ও অর্থের দরকার তা আমাদের নেই। শুধু এইটুকু বাদ দিলে আমরা কোনও অংশেই এই শহরের যে কোনও মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতালের থেকে পিছিয়ে নেই। এখানকার প্রসুতি বিভাগও অত্যন্ত উন্নতমানের।'

হাসপাতালের পরিষেবা প্রসঙ্গে এখানে ডায়ালেসিস করতে আসা এক রোগীর আত্মীয় বলেন, 'এত কম খরচে কলকাতায় আর কোথাও ডায়ালেসিস হয় না। অত্যন্ত যত্নসহকারে এখানে ডায়ালেসিস হয়।'

ছবি: অভিমন্যু দাস

এ পাপের ফল ভোগ করতেই হবে

প্রথম পাতার পর

চাইছে তো আর এক দল সরকারের মাথায় ঘা মারছে। এই ভুয়ো লোক দেখানো আত্মঘাতী আন্দোলনে যুক্ত হয়ে পড়ল বাংলার মেধাবী তরতাজা যুবক-যুবতীর দল। ফের সুযোগ বাংলাকে শেষ করার। কেন্দ্র-রাজ্য দুয়েই তখন কংগ্রেস শাসন। নকশাল আন্দোলন দমনের নামে নির্বিচারে পুলিশী অত্যাচারে শেষ হয়ে গেল বাংলার কয়েকটা মেধাবী প্রজন্ম। বহু মেধাবী ছাত্রছাত্রী শেষ হয়ে গেল বিনা দোষে। ফের পিছিয়ে গেল বাংলা।

এরপর অত্যাচারী কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নামে যারা উত্তাল আন্দোলনে অত্যাচারিতই হল না তারাই সুকৌশলে চলে এল বাংলার ক্ষমতায় বামফ্রন্ট নামে এক জোট করে। শুরু হল বাংলা ধ্বংসের আর এক খেলা। এতদিন যে আক্রমণ ছিল প্রকাশ্যে। তার চেয়েও তীব্র আক্রমণ শুরু হল ভিতরে ভিতরে। ফলে বাংলার শিল্প, কৃষি, অর্থনীতি তো পিছলই। তার সঙ্গে ধ্বংস হয়ে গেল বাংলার বৃষ্টি, সংস্কৃতি, মনুষ্যত্ব। যে বাংলা স্বাধীনতার সময় ছিল এক নম্বরে সেই বাংলা চক্রান্তের শিকার হয়ে ধাক্কা ধাক্কা খেতে খেতে এমন জায়গায় চলে এল যে কেন্দ্রীয় সাহায্য না পেলে উঠে দাঁড়াবারই ক্ষমতা নেই।

কিন্তু তাও মন গলে না দেশের শাসকদের। অবশেষে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন বাংলা ধ্বংসের শেষ চক্রান্তকারী বামেদের সরিয়ে বন্ধু ভেবে কেন্দ্রের কাছে সাহায্য চাইলেন, তখনও না। বরং রাগ আরও বাড়ল। এখনও বাংলা শেষ তো হলই না, বরং এমন একজন ক্ষমতায় এল যে বাংলাকে বাঁচাতে চাইছে। সাহায্য কখনই নয়। এ রাজ্যের কংগ্রেস সঙ্গ ছাড়ল মমতার।

ফের লোকসভা নির্বাচন আসন্ন। কেন্দ্র ফের সরকার তৈরি হবে। সমর্থন চাইতে সকলেই এখন জনগণের দরজায়। কিন্তু জনমত সমীক্ষা, প্রার্থী নির্বাচন, সমর্থন বিচারে ইতিমধ্যেই দেখা যাচ্ছে বাংলা ধ্বংসের পাপে যারা সামিল তার ফল ফলতে শুরু করেছে। দলে দলে মানুষ কংগ্রেস-বামেদের ছেড়ে সরে যাচ্ছেন। তাই বাংলা এখন নতুন এক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। কেন্দ্র এমন এক সরকার আনতে হবে যারা বাংলা বিদ্বেষী হবে না। বাংলা ধ্বংসে সামিল হবে না। তা কি আদৌ সম্ভব! বলবে ভবিষ্যতই। তবে এবার কংগ্রেস-বামেদের করুণ অবস্থা দেখে একটাই কথা বলতে হয়। পাপের ফল ভুগতেই হবে। অবশ্য বাংলার জনগণই শেষ কথা বলবে।

চিকিৎসাকেন্দ্রে জাদু প্রদর্শনী

বড় বেদনার মতো বেজেছো

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ২ মার্চ ঠাকুরপুকুর ক্যান্সার হসপিটালে চিলড্রেন সেকশনে জাদু প্রদর্শনী দিলেন বরিষ্ঠ জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর দুই দক্ষ জাদু ছাত্র-ছাত্রী, তথা দুই সহশিল্পী রেশমী মিত্র ও প্রিয়ম গুহ। প্রথমে তাঁরা ১ ঘণ্টা আনুষ্ঠানিক জাদু প্রদর্শনী দিলেন জনা ৩০ ছেলেমেয়েদের সামনে (অবশ্যই উপস্থিত ছিলেন সিস্টারেরা, বেশ কয়েকজন চিকিৎসক ও যাদেরকে এনে বসানো হল একটি জায়গায় (সবার মুখেই মাস্ক পরানো) তাদের শারীরিক নানান কষ্ট সত্ত্বেও তারা পৌঁছে গেলো জাদুর আনন্দের জগতে, কিছুক্ষণের জন্যে হলেও তারা ভুলল তাদের শারীরিক কষ্টের কথা। এরপর ত্রয়ী জাদুকর নিয়ে গেলেন চিকিৎসকরা চিলড্রেন ওয়ার্ডে, বিছানায় বন্দী (সবারই স্যালাইন চলছে, শারীরিকভাবে আরও কষ্টের জগতে তারা রয়েছে) ছেলেমেয়েদের জাদু দেখাবার জন্যে। অতঃপর ত্রয়ী জাদুকর ঘুরে ঘুরে এইসব দেব শিশুদের অতিবর্ণময় ফুলের বিবিধ জাদু দেখালেন। দেবশিশুদের চোখে মুখে ফুটিয়ে তুললেন বর্ণময় জীবনেরই স্বপ্ন, যদিও ত্রয়ী জাদু

শিল্পীরই বুকে তখন বাজছে বেদনার সুর - 'বড় বেদনার মতো বেজেছো হে'...

বরিষ্ঠ জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় মনে মনে 'মায়াদেবীকে' (জাদু জগতের আরাধ্যাদেবী) প্রণাম জানিয়ে বললেন, 'আমার ৫৫ বছর ধরে জাদু প্রদর্শনী দেওয়া আর দুই তরুণ-তরুণী রেশমী মিত্র ও প্রিয়ম গুহকে দক্ষ জাদুকর হিসেবে গড়ে তোলা আজ সার্থক হল।'...গুহকে দক্ষ জাদুকর হিসেবে গড়ে তোলা আজ সার্থক হল।'...

মমতা প্রেরণা হলেও গ্রীষ্মের চ্যালেঞ্জ নিয়ে চিন্তিত মুনমুন

নিজস্ব প্রতিনিধি: তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল বিএফজে'র সুচিত্রা সেন স্মরণ সভা অনুষ্ঠানে। তখন তিনি সদ্য মা'কে হারিয়ে বেদনাদীর্ণ হয়ে রয়েছেন। শেষ কয়েকবছর সারাক্ষণই মা'য়ের সেবায় নিজেকে এমনভাবে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন যে, এই নস্যর দেহে মা'য়ের অনুপস্থিতির ভারটা তখনও সামলে উঠতে পারেননি। যুগ নায়িকার শেষ জীবনে আধ্যাত্ম জগতে নিজেকে সম্পূর্ণ রূপে বিলিয়ে দিয়েছিলেন, তেমনি মুনমুনও এই মুহূর্তে নরনারায়ণের সেবাতে নিজেকে উৎসর্গ করতে চান। দুটি ছবির শ্যুটিং ও যাত্রা করার অভিজ্ঞতা থেকেই বাঁকুড়াকে চেনেন মুনমুন। অমরকণ্টক, নীল নির্যনের শ্যুটিংয়ের পাশাপাশি ছ'বছর যাত্রা করেছেন বাঁকুড়ায়। এর মধ্যে সিনেমার শ্যুটিং করতে হয়েছিল রাঢ়ভূমির লাল মাটির অসহ্য গুমট গরমের মধ্যেই। তবে, অধিকাংশ শ্যুটিংই হয়েছে রাতে। যাত্রাও রাতে হত, তবে তখন আবার মারাত্মক ঠাণ্ডা, যা কলকাতায় বসে কল্পনা করা যায় না। সেই ঠাণ্ডার মধ্যেই অনেকসময় রাত ২টো অবধি টানা তিন মাস ধরে প্রত্যেক রাতে। এখন মুনমুনের পরিবার, বন্ধু মহল সকলেই চিন্তিত প্রচারের সময় এই গরম তিনি কীভাবে সামলাবেন।

মুনমুন বলছেন, গরমে থাকতে থাকতে ঠিক মানিয়ে নেব। মানিয়ে নিয়ে থাকতে শিখতে হয়। আসলে মুনমুনের এই আত্মবিশ্বাস এসেছে দীর্ঘদিন চলচ্চিত্র, টিভি ও মডেলিং জগতে বিভিন্ন পরিবেশে কাজ করার সময় মানুষের কাছে পৌঁছাবার অভিজ্ঞতায়। তাঁর বক্তব্য, সহকর্মীদের প্রত্যেককেই তিনি বন্ধু করে নিতে পারেন। শ্যুটিংয়ের সময় ইউনিটের প্রত্যেক টেকনিশিয়নের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে সম্পর্ক রাখতেন। তাঁদের বাড়িতে কি হচ্ছে না হচ্ছে খোঁজ রাখতেন। সুচিত্রা সেনের সম্বন্ধেও তিনি বলেন, লোকে বলত মহানায়িকার কাছে যাওয়াই যায় না কিন্তু এটা আংশিক সত্যি। যাঁকে সুচিত্রা সেন পছন্দ করতেন তাঁরা সত্যি তাঁর খুব কাছের হয়ে উঠতে পারতেন। মুনমুনের বক্তব্য মানুষের হৃদয়ের কাছে পৌঁছানোটা তিনি মায়ের কাছ থেকে শিখেছেন।

রাজনীতিতে এসে নিজেকে কীভাবে মানিয়ে নেবেন সে প্রসঙ্গে বলেছেন, সিনেমাতেও তিনি নিজেকে চট করে মানিয়ে নিতে পারেননি। কিন্তু সিনেমা ইউনিটের পরিবেশ আস্তে আস্তে তাঁর সামনে একটা অচেনা দুনিয়ার দরজা খুলে দিয়েছিল তেমনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংস্পর্শে আসতে পেরে এবং তাঁর ভাষণ শুনে তিনি জীবনের এই দিকটা সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন। বুঝতে পেরেছেন একটু সজাগ হয়ে সবকিছু নিজের মধ্যেই আত্মস্থ করে নিতে হয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাজ দেখে তাঁর মনে হয়েছে এতদিন তো মানুষকে তিনি আনন্দ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, তার বিনিময়ে মানুষের কাছ থেকে তিনি প্রচুর ভালবাসা পেয়েছেন। সেই জন্য নিজেকে এখন সামাজিক কাজের মধ্যে নিয়োজিত করা উচিৎ। মানুষের জন্য যদি কিছু করতে পারেন, তাদের কিছু ভালবাসা অন্তত ফেরৎ দিতে পারবেন। এতো মানুষ মমতার কথা শোনার জন্য ভিড় করে আসছেন এটা একটা বিশাল ব্যাপার। যাত্রাতে সব টিকিট বিক্রি হলেও বড়জোর ২০ হাজার দর্শক থাকতেন সেখানে। কিন্তু মমতার আকর্ষণে ছুটে আসছেন কয়েক লক্ষ মানুষ। সবচেয়ে বড় কথা তৃণমূল পশ্চিমবঙ্গে এই মুহূর্তে অনেক ভাল কাজ করছে। তিনি যদি প্রার্থী না হতেন তবু ওই কেন্দ্রে তৃণমূলই জিতত। তাঁর শুধু একটাই লক্ষ্য এত ব্যস্ততার মধ্যেও মমতা'দি তাঁর মায়ের জন্য যেভাবে সময় দিয়েছিলেন তার জন্য মুনমুন নিজে যেন পার্টির কাজে পুরোপুরি বিলিয়ে দিতে পারেন। এমন যেন না হয় বাঁকুড়ার লোক বলে, মুনমুন তো ফিল্ম স্টার, গ্ল্যামার দেখাতে এসেছে আর চলে গিয়েছে। তবে হারুন বা জিতুন তার থেকেও বড় ব্যাপার বাঁকুড়ায় তথা রাজনৈতিক মহলে যে বন্ধুদের পাবেন তাঁদের সঙ্গে তিনি মানুষের জন্য কাজটা চালিয়ে যেতে চান। রাজনীতিকে তিনি হাল্কাভাবে নিচ্ছেন না।

শেষপর্যন্ত একটা ভয় কিন্তু আজ থেকেই যাচ্ছে তা হল, এই এপ্রিল মাসের গরমকে তিনি কীভাবে মোকাবিলা করবেন।

তিনি বিষ্ণুপ্রিয়া, তিনিই রীণা ব্রাউন

(গত সংখ্যার পর)

বেশ কিছুদিন ধরে ভদ্রলোক সুচিত্রা সেনের বাড়িতে সেই ঐতিহাসিক ব্যাটটি দেখেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ওই ভদ্রলোক ব্যাটটি দেখেছিলেন যখন শ্রীমতি সেন, দক্ষিণ কলকাতার দেওদার স্ট্রিটের একটা বাড়িতে সাময়িকভাবে থাকতেন।

হঠাৎ একদিন ওই ভদ্রলোকের চোখে পড়ল, সেই বিশেষ ব্যাটটি নিয়ে বাড়ি সংলগ্ন উন্মুক্ত জায়গায় পাশের বাড়ির ছোট একটি ছেলে খেলছে। প্রথম দেখাতেই চিনতে পেরেছিলেন ব্যাটের স্বরূপ। কাছ এগিয়ে গিয়ে দেখলেন, কয়েকদিন খেলার সুবাদে ব্যাট থেকে আস্তে আস্তে উধাও হয়ে যেতে শুরু করেছে খ্যাতনামা ব্যক্তিদের অটোগ্রাফগুলি। সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রায় দৌড়ে গিয়ে ব্যাটটির সম্পর্কে জানতে চাইলে শ্রীমতী সেন জানান, ছোট্ট ছেলে ব্যাটটা দিয়ে খেলতে চাইল, আমি আর না করি কি করে? এরপরে ভদ্রলোক অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে ব্যাটটি নিজের কাছে এনে রেখেছেন তার ঐতিহাসিক মূল্যের কথা ভেবে। সুচিত্রা সেনের খ্যাতি এখনও কোন পর্যায়ে বিরাজ করছে তা জানা গিয়েছে আরও একটা ঘটনায়। কয়েক বছর আগে রটে গিয়েছিল সুচিত্রা সেন আর ইহলোকে নেই। নিমেষে সর্বত্র এই খবর দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। তখন বাজে রাত দেড়টা। হঠাৎ ক্রমাগত বাজতে থাকে শ্রীমতী সেনের অতি ঘনিষ্ঠ একজনের বাড়ির কলিং বেল। বাড়ির কর্মচারী দরজার ভিউফাইন্ডার দিয়ে দেখতে পান ও প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছেন সাংসদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং এবং আরও কয়েকজন। দরজাটা সামান্য ফাঁক করতেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, এখনই বলুন, সুচিত্রা সেনের দেহ কোথায় রাখা হয়েছে। সেই কর্মচারী সেদিন বুদ্ধি করে বলেছিলেন, রাত এগারোটা পর্যন্ত জানি, তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ। এর আগে সদলবলে একই উদ্দেশ্যে রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে খোঁজখবর নিয়েছিলেন তিনি। জানা গিয়েছে এই ধরনের পুরোপুরি ভিত্তিহীন গুজবের মোকাবিলা করার জন্য প্রায় দু-তিন দিন সেবা প্রতিষ্ঠানের মহারাজ ও কর্মচারীদের হিমশিম খেতে হয়েছিল।

অমিতাভ চৌধুরীর সঙ্গে একবার বইমেলায় গিয়েছিলেন সুচিত্রা সেন। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁকে সবাই চিনে ফেলায় কোনওমতে সেখান থেকে পালিয়ে আসেন। শ্রী চৌধুরী জানালেন, আর এক বার আমরা একসঙ্গে একটা অনুষ্ঠান দেখতে গিয়েছিলাম কলকাতার রবীন্দ্রসদনে। কিছুক্ষণের মধ্যেই জানাজানি হয়ে গেল, তিনি এসেছেন, ব্যস, আর যায় কোথায়? মূল মঞ্চের দিকে নয়, ফটোগ্রাফারদের ক্যামেরার ফ্ল্যাশ বালবের আলোয় বার বার ঝলসে উঠতে লাগল রবীন্দ্রসদনের প্রেক্ষাগৃহ। অথচ কি সাধারণ তিনি তা ভাষায় বোঝাতে পারব না। একদিন সকালবেলা সাড়ে দশটা-এগারোটার সময় হঠাৎ এসে হাজির। বলল, আজ তোমাদের বাড়িতে খাব। বললাম বেশ, কিন্তু আমি তো একটু পরে অফিসে চলে যাব। বলল, তোমার বউ তো থাকবে। আমার স্ত্রী তখন একটা স্থানীয় স্কুলে পড়াত। ওকে ছুটি করিয়ে নিয়ে এলাম।

সারাদিন থেকে খাওয়া দাওয়া করে বিকেলে চলে গেল। আসলে ও ভীষণ খেয়ালি। যাকে ইংরেজিতে বলা হয়, মুডি। তবে আমার মনে হয়, জীবনে ওর তেমন কোনও ঘনিষ্ট বন্ধু ছিল না। আর একটা কথা বলা বিশেষ প্রয়োজন — ও কিন্তু খুবই কম খেত। বাটির মধ্যে একটু চচ্চড়ি আর সঙ্গে কিছু মিশিয়ে তৈরি হতো ওর সারাদিনের খাবার। জীবনে কোনওদিন মদ স্পর্শ করেনি, তবে সিগারেট খেত। ফাইভ ফিফটি ফাইভ।

বই-এর আকর্ষণের কথা তো সকলেরই জানা। বাংলা ছাড়াও ইংরেজিতে তো বটেই, ফরাসি ভাষার প্রতি ওর টান ছিল অত্যন্ত গভীর। ভাষাটার প্রতি ওর বিশেষ আগ্রহ ছিল। সারা বাড়িটা ভর্তি থাকত ফুলে ফুলে। বলত, একটা ফুলের দিকে তাকিয়েই আমার ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় কেটে যায়। গানের প্রতি টান ছিল যথেষ্ট। একবার বলেছিল, আমার গাওয়া গানের একটা রেকর্ড বেরিয়েছিল। খুব বাজে গেয়েছিলাম।

হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়

এরপর আগামী সংখ্যায়

নাতনির বিয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি: দিদিমার প্রয়াণে ভেঙে পড়লেও একাধিক শ্যুটিংয়ের কাজ নিয়ে ইতিমধ্যেই যথষ্টে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন রাইমা। মা বাঁকুড়ায় প্রার্থী হচ্ছেন যখন প্রচারে সঙ্গে থাকবেন কিনা তা নিয়েও এখনও মুখ খোলেননি। কিছুদিন থেকেই টলি পাড়ায় গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল রাইমা বিয়ে করতে চলেছেন। অবশেষে কিছুদিন আগে এক ফিল্মি পার্টিতে তিনি স্বীকার করলেন আপাতত বিয়েটাকেই ফার্স্ট

ছবি: ফেসবুকের সৌজন্যে

প্রেফারেন্স দিচ্ছেন তিনি। পাত্রটি কে তা নিয়ে মুখ না খুললেও শোনা যাচ্ছে জনৈক পাঞ্জাবী তনয়ের সঙ্গে গাঁটছড়া বাধতে চলেছেন যুগনায়িকার দৌহিত্রী।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

আলিপুর বার্তা ২২ মার্চ - ২৮ মার্চ, ২০১৪

মেষ: এখন বিপ্লবের কাল। শুরু হয়নি সেই গ্রহযোগ। ধীরে ধীরে গ্রহগণ পোশ ওপাশ করে ছোটাছুটি করছে। স্থান পরিবর্তনের বাসনা থাকলে করতে পারেন। শুভ হবে। লেখাপড়ার বিষয়ে মনের মতো ফল হবে না। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্যহানির যোগ।

বৃষ: সময়ের তালে তালে পা ফেলে চলা দরকার। বিপদের ঝুঁকি নিয়ে কোনও কাজ করতে যাবেন না। শত্রুগম ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। রাস্তাঘাটের খাবার বর্জন করুন না হলে ক্ষতি হবে। গোলমাল থেকে নিজেকে দূরে রাখার চেষ্টা করুন। নতুন ব্যবসায় ক্ষতি।

মিথুন: আনন্দে আত্মহারা হওয়া ঠিক নয়। সময়টি শুভাশুভ মধ্যম ফলের কারক। আয় ও উন্নতির যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় কিছুটা ভাল হবে। আত্মীয় সমাগমে, কেনাবেচায় লাভ যোগ রয়েছে। সংক্রামক বা পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন।

কর্কট: প্রেমানন্দে উত্তাল হবেন না। কিছু কিছু অসাধ্য সাধন করা বর্তমানে সম্ভব হবে। ভ্রমণের যোগ রয়েছে। ব্যয়ও প্রচুর পরিমাণে হবে। মানসিক চঞ্চলতা দেখা যাবে। কর্মে উন্নতির কারকতা আছে। মাঝে মাঝে স্মৃতি শক্তির দুর্বলতা লক্ষিত হবে।

সিংহ: এগিয়ে যাওয়ার পথে ধীরে ধীরে বাধাগুলি কাটিয়ে উঠতে পারবেন। সাহস করে এগিয়ে গেলে অন্যের অনেক সাহায্য পাবেন। গৃহ-ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে গোলযোগ ঘটবে। নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের ব্যবসায় লাভবান হবেন। বুদ্ধির কাজে এগিয়ে যাবেন।

কন্যা: মনের মতো মানুষ পাওয়া যাবে না। বিপদের সময় বন্ধুকে সাথী করতে পারবেন। আর্থিক আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে কিছুটা লাভবান হবেন শিক্ষায় সুফল পাওয়া যাবে। ব্যবসায় লাভযোগ লক্ষিত হয়। সুনামের যোগ রয়েছে। কর্মময় জীবনে শুভ হবে।

তুলা: বহু জটিল সমস্যা যেগুলি আগেই এসেছিল সেগুলো ধীরে ধীরে সুসম্পন্ন হইবে। পতি-পত্নীর মধ্যে মনান্তরের যোগ লক্ষিত হয়। বেকারত্বের অবসান হতে পারে। বাতগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গের ক্ষেত্রে সময়টি শুভ হবে না। কলহ থেকে দূরে থাকুন।

বৃশ্চিক: কাজগুলি নতুন হলে আপাতত শুভ হবে না। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আত্মীয় পরিজনের দ্বারা শুভফল পাবন। পরীক্ষায় সাফল্যের যোগ রয়েছে। শুভকর্মের যোগাযোগ নেই। পাকাশয়ের পীড়াযোগ লক্ষিত হবে। ব্যয়াধিক্যের যোগ রয়েছে।

ধনু: ঝঞ্ঝাট এলেও তাকে অবহেলায় সারিয়ে দিতে পারবেন। পরীক্ষায় শুভফল পাওয়া যাবে। নতুন কাজের যোগাযোগ আসবে। অন্যের কথা না শুনে নিজের বুদ্ধির প্রয়োগে শুভফল পাবেন। ব্যবসায় উন্নতির যোগ রয়েছে।

মকর: বর্তমান সময়ে সমস্ত বিষয়ে উন্নতির যোগ রয়েছে। সাহিত্য ও শিল্প ক্ষেত্রে উন্নতির যোগ রয়েছে। স্নেহ-প্রীতির বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। কর্মে উন্নতির যোগ রয়েছে। স্থান পরিবর্তন হলেও ক্ষতির কারণ হবে না।

কুম্ভ: বুদ্ধির কাজে বেশ কিছুটা সফল হবেন। আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় থাকবে। ব্যবসায় লাভযোগ দেখা যায়। অর্থ ব্যয় কিছুটা বৃদ্ধি পাবে। উপযাচক হয়ে প্রণয় ভিক্ষা করতে যাবেন না। তাতে ক্ষতির সম্ভাবনা অধিক।

মীন: শত্রুরা ক্ষতি করার জন্যে এগিয়ে গেলেও লাভবান হবেন না। বিজ্ঞান, শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে সুনামের কারকতা রয়েছে। পতী-পত্নীর মধ্যে একাধিক গোলযোগ লক্ষিত হয়। ব্যবসায় ব্যায়াধিক্য ঘটবে।

সঙ্গীত শিল্পীর স্মরণসভা

হীরালাল চন্দ্র: গত ১২ ফেব্রুয়ারি (১৪) সন্ধ্যায় সিঁথি হরেকৃষ্ণ শেঠ লেনের 'মুক্তধারা' হলে সম্পাদিকা কুমকুম ব্রহ্মচারীর সুষ্ঠু পরিচালনায় প্রখ্যাত বাউল সঙ্গীত শিল্পী প্রহ্লাদ ব্রহ্মচারীর প্রথম বার্ষিক প্রয়াণ দিবস এবং পঁচাত্তর বছর জন্মোৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল।

প্রথমে শিল্পীর সুসজ্জিত প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা সহকারে নতমস্তকে মাল্যদান করা হয়। তারপর তাঁর স্মৃতিচারণ করেন সুচিকিৎসক, সমাজসেবী ও সঙ্গীত শিল্পী ডাক্তার সিদ্ধার্থ ব্যানার্জি, ডাঃ শ্রীকুমার চ্যাটার্জি, বিধায়িকা মালা সাহা, পৌরপিতা ডাঃ শান্তনু সেন, জয়ন্ত মুখার্জি প্রমুখ।

মাঙ্গলিকী

দিশারী জাদুকরের দ্বিতীয় বার্ষিকী স্মরণসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভবানীপুর নিবাসী সফল পেশাদার জাদুকর ও স্বরক্ষেপক শিল্পী প্রদীপ সরকার ২০১২'র ১৫ জানুয়ারি মাত্র ৫৭ বছর বয়সে প্রয়াত হন। তাঁর এই অকাল প্রয়াণ তাঁর সহধর্মিণী শুভ্রা দেবীর কাছে বা পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের কাছেই শুধু নয়, বাঙলার জাদুকর সমাজের কাছেও এক চরম বেদনাদায়ক ঘটনা ছিল। তাঁর অকাল প্রয়াণ বাঙলার জাদু সংগঠনগুলির কাছেও হয়ে দাঁড়ায় এক অপূরণীয় ক্ষতি। কারণ, প্রদীপ সরকার অল্প আলাপেই সব জাদুকরকে আপন করে নিতেন, নতুন জাদুশিক্ষার্থীদের পথ দেখাতেন, আবার সংগঠনগুলির অনুষ্ঠানে বিনা পারিশ্রমিকে তাঁর জাদু প্রদর্শনী দিয়ে অনুষ্ঠানকে পেশাদারি জাদু মঞ্চের রূপ দিতেন, আবার নিঃশব্দে আর্থিক সহায়তা দিয়ে বাঙলার জাদুকলা চর্চাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করতেন।

গত ১৫ জানুয়ারি প্রদীপ সরকারের বাসভবনে তাঁর কিছু কাছের মানুষ অতি ঘরোয়া আসরে, অথচ উষ্ণ শ্রদ্ধাপূর্ণ পরিবেশে জমায়েত হন তাঁকে নতুন করে খুঁজতে।

আসরের আহ্বায়ক ছিলেন তাঁর এককালের জাদু ছাত্র আজকের সফল পেশাদার জাদুকর সব্যসাচী-মুক্তিদেবী দম্পতি। সঙ্গে ছিলেন জাদুকর অভিজিৎ, তরুণ স্বরক্ষেপক শিল্পী রিক, পেশাদার জাদুকর বি. কুমার, জাদুপ্রেমী কিছু তরুণ, বরিষ্ঠ সাংবাদিক জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও এই সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন প্রদীপ সরকার ও শুভ্রা দেবীর দিদি।

প্রথমে সকলে প্রদীপ সরকারের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, পুষ্পার্ঘও প্রদান করলেন। পাশের চেয়ারে রাখা স্বরক্ষেপণের পুতুল (এ্যাল্টনি)-কেও সবাই 'ভালবাসা' জানালেন। একসময়ে মোবাইলে চন্দনগর থেকে প্রদীপ সরকারের স্নেহধন্য যুবা জাদুকর সত্যদীপ ব্যানার্জি তাঁর শ্রদ্ধা জানালেন শাশ্বত প্রদীপ সরকারকে। স্মরণ করলেন চন্দনগর জাদুকর চক্রের বিগত দিনের বহু অনুষ্ঠানে তাঁর জাদু প্রদর্শনী ও আর্থিক সহায়তার কথা।

একই কথা বললেন জাদুকর বি. কুমার - হাওড়া ম্যাজিক সার্কেলের অনুষ্ঠানে জাদু প্রদর্শনী ও আর্থিক সহায়তার কথা। প্রথমে ছাত্র হিসেবে, পরে সফল পেশাদার জাদুকর হয়ে ওঠার পিছনে প্রদীপ সরকারের অবদানের কথা বললেন সঞ্চালক জাদুকর সব্যসাচী। অভিজিৎও বললেন, তাঁর 'জাদুকর' হয়ে ওঠার পিছনে প্রদীপ সরকারের অবদানের কথা।

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, প্রদীপ সরকারের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠার কথা। শুভ্রা দেবী কয়েক কলি গেয়ে শোনালেন কিশোর কুমারের একটি গান, যা প্রদীপ সরকারের অতিপ্রিয় ছিল। গানের কথাগুলি সবার বুকে মোচড় দিল।

এছাড়া শুভ্রাদেবী আবৃত্তি করে শোনালেন প্রদীপ সরকারের স্বরক্ষেপণের 'বাঁদর-পুতুল' রনিকে নিয়ে কবি জাদুকর অনুপ চক্রবর্তীর সুন্দর কবিতা। উপস্থিত সবাই নিজের নিজের মতন করে প্রয়াতের স্মৃতিচারণা করলেন। উপস্থিত জাদুকর বন্ধুরা বৈঠকী জাদুও দেখালেন। সব্যসাচী ও রিক স্বরক্ষেপণ কলার নিদর্শনও পেশ করলেন আসরে।

শুভ্রা দেবীর বক্তব্যে সকলে উপলব্ধি করলেন এটি সেই মহান জাদুকরের স্মরণ সভা। শোক সভা নয়।

তখন যেন চারিদিকে শোনা গেল বিশ্ব কবির সেই গানের কলি, 'তখন কে বলেগো সেই প্রভাতে নেই আমি'...।

ত্রৈমাসিক শব্দকিরণ

বইমেলা সংখ্যা ২০১৪

গ্রন্থ সন্ধানী: শব্দকিরণের উপরোক্ত সংখ্যাটি আমাদের দফতরে জমা পড়েছে। প্রচ্ছদে বিনয় ভড়ের অত্যাচারিত নারীর বিমূর্ত চিত্রাঙ্কন অসাধারণ।

এই সংখ্যায় রয়েছে কয়েকটি তথ্যপূর্ণ মননশীল নিবন্ধ। লিখেছেন ড. অমরেন্দ্রনাথ বর্ধন (ইসলাম ধর্মাবলম্বী কয়েকজন প্রয়াত বঙ্গমহিলা), পল্লব কুমার পাল (বাংলা ভাষা আমার ভালবাসা - বাংলা ভাষার নিয়মিত ব্যবহারের সমর্থনে জেহাদ লিখন), বিনয় ভড় (উপেন্দ্র

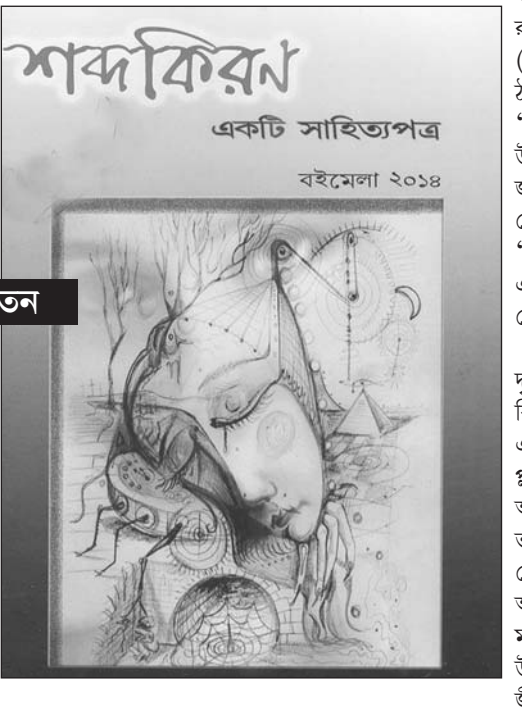

অরূপ রতন

কিশোর রায়চৌধুরী ও সন্দেশ), সমরজিত চক্রবর্তী (ইতিহাসের পাতায় বাঁশবেড়িয়া - ধারাবাহিক ইতিহাস), পর্ণিয়া চক্রবর্তী (টুকরো কথায় জানুয়ারি), ডাঃ ধনঞ্জয় দে (বাড়তি খাবার জমাও দূষণ বাঁচাও), শতরূপা ব্যানার্জি (জাত শিল্পী)। পুষ্পা চক্রবর্তী ও সমিপ্তা রায় একটি তালিকা দিয়েছেন যাতে রয়েছে হুগলি জেলায় জন্মগ্রহণ করেছেন এমন বহু মনীষীর নাম ও জীবনপঞ্জী। তবে তালিকাটির পরিপূরক হিসেবে ভবিষ্যতে আরও একটি তালিকা প্রকাশ করা উচিত যাতে থাকবে উক্ত মনীষীরা জীবনের কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁদের কাজের মাধ্যমে 'দাগ কেটে গিয়েছেন'। ডাঃ লহরী বড়াল চক্রবর্তীর অভিনব রচনা, '৫৭ তম বর্ষে সুনীলদা (মুখোপাধ্যায়) ব্যক্তিগত মানুষটির প্রতি স্তুতিগান।

শব্দের ঝংকারের সম্পাদক সুনীল মুখোপাধ্যায় বাংলা লিটল ম্যাগাজিন জগতে বিশেষ শ্রদ্ধেয় নাম। সেদিক দিয়ে দেখলে বিষয়বস্তু ঠিক আছে। কিন্তু এটি পড়ে মনে আরও একটি ভাব জাগে, 'তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলে থাকি'...। 'ঘর হতে শুধু এক পা বাড়ায়ে'র আলোকে সুজিত চক্রবর্তীর ভ্রমণ কাহিনী 'বক্রেশ্বর' খুবই ভাল। জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত রচনায় জানা যায় বাজীকরদের (অর্থাৎ জাদুকর) বিষয়ে ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণের 'অমৃত সুধাসম' বিশেষ উক্তি। সংগ্রাহক তরুণ জাদুকর প্রিয়ম গুহ। কানন পোড়েব অণুগল্প (?) 'মরুদ্যান কোথায়?' একেবারেই জমেনি (সুচীপত্রে লেখাটির উল্লেখ কোথায়?

নাকি এই প্রতিবেদকের দৃষ্টি বিভ্রম ঘটছে?)। বন্দনা বিশ্বাসের গল্প 'ব্যতিক্রম'-এর প্লট আজকের বহুচর্চিত প্লট। শব্দ ও বাক্যের আলঙ্কারিক ঘনঘটায় লেখাটি ভারি হয়ে গিয়েছে (ঘন বর্ষার মেঘাচ্ছান্ন আকাশে সূর্যদেবের অস্তিত্বটা উপলব্ধি করার চেয়ে মানব জীবনের কাছে তার উপস্থিতিটা যেন একটা জীবনীশক্তির বাহক হয়ে আসে।...) সুকুমার মণ্ডলের রম্যরচনা, 'কমলা কান্তের চোখে কলকাতা বইমেলা তির্যক আঘাত হানে সব পাঠকের মনে - অনবদ্য রচনা। পত্রিকায় রয়েছে বহু কবিতা। মন ছোঁয় মাত্র কয়েকজনের কবিতা সুনীল মুখোপাধ্যায়, নিত্যানন্দ দাস, বিধান সাহা, অমিতাভ দাস, সঙ্গীতা দাস, স্বর্ণেন্দু শেখর দাস। কার্যনির্বাহী সম্পাদক পুষ্পা চক্রবর্তীর সম্পাদকীয় মননশীল।

সম্পাদক: সমরজিৎ চক্রবর্তী
প্রচ্ছদ অলংকরণ: বিনয় ভদ্র
যোগাযোগ: ৯৪৩৩১৭৭৯৩১

ভাবের ছবি

শ্রী তাপস: সকলের কাছে এক পরম আনন্দের আস্বাদ এনে দিল সম্প্রতি সখের বাজারের ডিভাইন স্মাইলের আয়োজনে মানসিক ও শারীরিক বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের বসে আঁকো সম্মেলনে। বিভিন্ন সংগঠন থেকে আসা ছেলেমেয়েদের আঁকার সময় উৎসাহ দিতে উপস্থিত ছিলেন খোকা মহারাজ, রোটারিয়ান বিমল কুমার পাল, ব্রতীন্দ্র মল্লিক, অভিনেত্রী তনিমা সেন সহ বিশিষ্ঠ ব্যক্তিরা। সকলকে উৎসাহ দেন সমাজসেবী মায়া বিশ্বাস।

আশার ভাষা

গত ২১ ফেব্রুয়ারি সকালে নিজস্ব স্কুল ভবনে প্রাথমিক বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে একটি অনাড়ম্বর অনুষ্ঠান করে কলুয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা আবারও

প্রমাণ করেদিলেন যে, কেবলমাত্র প্রথাগত শিক্ষাই ছাত্রছাত্রীদের মেধার বিকাশ নির্ণয় করতে পারে। কিন্তু তাদের সামাজিক দায়বদ্ধতা বা আদর্শ মানুষ গঠনের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির উপর যত্নশীল করতে পারে এই ধরনের মনীষিদের এবং বিশেষ দিনগুলি পালন করার উদ্যোগের মাধ্যমে। এই উদ্যোগের জন্য প্রধান শিক্ষিকা অপর্ণা বোসকে বারবার ধন্যবাদ জানায় বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্যামলেন্দু দাস।

সিপিআই(এম) নেতৃত্বকে মানুষ এখন প্রত্যাখান করছে

প্রথম পাতার পর

শ্যামল চক্রবর্তীর মতো শারীরিকভাবে অসুস্থ রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এবং পলিটব্যুরো সদস্য নিরুপম সেন। এঁরা কেউই আর নিয়মিতভাবে দলের সব সভায় উপস্থিত হতে পারেন না। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য আক্রান্ত হয়েছেন সি.ও.পি.ডি নামক এক দুরারোগ্য রোগে। অন্যদিকে নিরুপম সেন কিছুদিন আগে ভয়াবহ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, সিপিআই(এম) রাজ্য কমিটির প্রায় সব নেতা-নেত্রীরাই নানান শারীরিক কারণে কষ্ট পাচ্ছেন। স্বভাবতই অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন, কেন এইসব অসুস্থ নেতা-নেত্রীদের সরিয়ে নতুন মুখ সামনের সারিতে আনা হচ্ছে না। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, পশ্চিমবঙ্গে ৩৪ বছর পরে দলের পতন হলেও কেরালা বা ত্রিপুরায় তো এমন ঘটনা ঘটেনি।

লোকসভার প্রাক্তন স্পিকার ও একদা সিপিআই(এম) দলের প্রথম সারির নেতা সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মতে, যদি দলকে আবার ঘুরে দাঁড়াতে হয় তাহলে নতুন তথা তাজা রক্ত দলের অভ্যন্তরে সঞ্চারিত করা বিশেষ প্রয়োজন। তিনি মনে করেন, বামপন্থী দলগুলি সবসময় যৌথভাবে দায়িত্ব পালন করার পদ্ধতিতে বিশ্বাস করে।

ইতিমধ্যেই সিপিআই(এম) দলের রাজ্য সম্পাদক তথা পলিটব্যুরো সদস্য বিমান বসু'র দিকেও আঙুল উঠতে শুরু করেছে। তিনি কিন্তু সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্যের সঙ্গে একমত হওয়া থেকে নিজেকে বিরত রেখেছেন। অন্যদিকে সিপিআই(এম) দল থেকে সদ্য বহিষ্কৃত (২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪) রেজ্জাক মোল্লা বলেছেন, সোমনাথ দা যা বলেছেন তার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণভাবে একমত পোষণ করছি। গত বিধানসভা নির্বাচনের দায়িত্বে যাঁরা দলের দায়িত্বে ছিলেন তাদের সকলকে অবিলম্বে তাড়িয়ে দেওয়া উচিত। আমার মতে, সিপিআই(এম) দলের এই শোচনীয় পরাজয়ের জন্য বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ও নিরুপম সেনকে পুরোপুরি দায়ি করা যায়। এখন আর মানুষের কাছে তাঁদের কোনও গ্রহণযোগ্যতা নেই।

অন্যদিকে একদা বামপন্থী দল এবং তাদের সরকারের কট্টর সমালোচক সুনন্দ সান্যাল বলেছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সমর্থন করে আমি জীবনের সেরা ভুল করেছি। গত ছ'যুগে দেখা বর্তমান রাজ্য সরকার হল সবচেয়ে নিকৃষ্ট। পাশাপাশি শ্রী সান্যাল এও বলেছেন, বামপন্থী দলগুলির প্রত্যেকেরই এখন মৃতপ্রায় অবস্থা। হয়ত আগামী দিনে তারা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। নেতৃত্বের অভাবে পশ্চিমবাংলায় তাদের অকালমৃত্যু ঘটতে বাধ্য। এখন আর এইসব নেতা-নেত্রীদের মানুষ আপনজন বলে ভাবে না।

কবি সুবোধ সরকার এ বিষয়ে বলেছেন, সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় সিপিআই(এম) দলের 'কোচ' পরিবর্তন করতে বলেছেন। কিন্তু কোচ পরিবর্তন করে কি হবে। কারণ, দলে তো এখন কোনও খেলোয়াড় নেই যারা সম্পূর্ণভাবে চেহারা বদল করে দিতে পারে অর্থাৎ প্রয়োজনে দলের স্বার্থে যথার্থ ভূমিকা নিতে পারে। তিনি আরও বলেছেন, সিপিআই(এম)-এর মধ্যে যারা 'আনরুলি' তারাই দলকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। দলের আরেক নেতা গৌতম দেবও শারীরিকভাবে খুবই বেকায়দায় রয়েছেন। কিন্তু তিনি মাঝেমধ্যেই মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চেষ্টা করেন। রেজ্জাক মোল্লার হজে যাওয়ার বিষয় নিয়ে দলের মধ্যেই নানান কথা উঠেছে। এর উত্তরে রেজ্জাক মোল্লা বলেছেন, যদি হরকিষেণ সিং সুরজিৎ মাথায় পাগড়ি পরে সঙ্গে কৃপাণ রাখতে পারেন, তা হলে আমি কেন হজে যেতে পারব না। আশ্চর্যের কথা, সিপিআই(এম)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য গৌতম দেব বলেছেন, দল তাঁকে বর্তমানে কিছুটা 'ইন অ্যাকটিভ' থাকার অনুমতি দিয়েছে। কারণ, অবশ্যই তাঁর শারীরিক অবস্থা। তিনি আরও বলেছেন, অতীতে আমরা বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি। কিন্তু এই মুহূর্তে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তা অত্যন্ত জটিল। সেই জন্যই আমরা কিছুটা চুপ করে থাকতে বাধ্য হচ্ছি। আমরা জানি, বাংলার মানুষ আমাদের পছন্দ করছেন না। তাই এখন আমাদের চুপ করে থাকাটাই বাঞ্ছনীয়। আমরা তখনই সরব হব যখন মানুষ আমাদের চাইবেন।

প্রশ্ন করা হয়েছিল, আপনাদের দলের শক্তিশালী ক্যাডাররা সক্রিয় নেই বলেই কি আপনারা চুপ করে আছেন, এ প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন, মানুষ বর্তমানে আমাদের পরীক্ষা করে দেখতে চাইছেন। কিন্তু ওই ফাঁদে পা দিতে রাজি নই। তাই যতক্ষণ না জনগন আমাদের চাইবেন ততক্ষণ চুপ করে থাকতেই হবে। তিনি স্বীকার করে নেন দলের নেতাদের বয়স এর অন্যতম কারণ।

গৌতম দেব বলেন, দলের নেতাদের অনেকের বয়স খুবই চোখে পড়ে। কিন্তু ভুললে চলবে না, কেরালার ভি.এস. অচ্যুতানন্দন নব্বই বছর বয়সেও খুবই জনপ্রিয়। চিনের কম্যুনিস্ট পার্টির মতো আমাদের দলে বয়স্করাই পলিটব্যুরো এবং রাজ্য কমিটি গঠন করে থাকে। আমরা চেষ্টা করছি, শুদ্ধিকরণ করে দলকে আবার নিজের জায়গায় ফিরিয়ে আনতে। এর জন্য প্রয়োজন সাচ্চা কম্যুনিস্টদের যারা কম্যুনিজম এবং দলকে রক্ষা করতে পারে।

তবলায় অনির্বাণ

আটের পাতার পর

বারোদ প্রভৃতিদের এই অনুষ্ঠান থেকেই খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ত। ২০০৯ নাগাদ অনির্বাণ সুযোগ পান আমেরিকা নিউ জার্সিতে বাজনা শেখানোর। ওখানে দু'টি বিখ্যাত সঙ্গীত কেন্দ্র হল অ্যাকাডেমি অফ ইন্ডিয়ান মিউজিক এবং ভারতীয় কলাকেন্দ্র। আসলে অনির্বাণের সাঙ্গীতিক অভিযাত্রার মধ্যে একটা প্রেরণা সবসময় কাজ করে তা হল 'ইউ হ্যাভ টু ক্রিয়েট সামথিং' (তোমাকে কিছু একটা সৃষ্টি করতে হবে)। ওখানে গিয়ে অনির্বাণ দেখলেন প্রবাসীরা নিজেদের শিকড় চেনানোর জন্য বাচ্চাদের ভারতের ধ্রুপদী শিল্পের সঙ্গে পরিচয় করাতে চান। 'ওঁরা আজ বুঝতে পেরেছেন ওঁদের বাচ্চাদের আত্মার সঙ্গে ভারতীয় ধ্রুপদ ঘরানাকে আমরা মিশিয়ে দিচ্ছি। তাই অজস্র শিশু কিশোররা আজ আসছে ভারতীয় সঙ্গীতকে আত্মস্থ করতে। সবচেয়ে বড় কথা আজ আমেরিকায় ভারতীয় সঙ্গীত দিন দিন বিশেষভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। নিউইয়র্কে তো সমগ্র পৃথিবীর মিউজিককে পাবেন। কিন্তু আজকে সেতার-সরোদ-তবলাকে ওরা ভীষণভাবে গ্রহণ করেছে। ওদের বিভিন্ন ফিউশন মিউজিকের মধ্যে আজ দেখবেন ভারতীয় সঙ্গীতের প্রভাব। কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির উদ্যোগে ৮৯.৯ রেডিও নিউইয়র্ক এফএম বলে একটি রেডিও কেন্দ্র চালু হয়েছে, যেখানে ২৪ ঘণ্টা ননস্টপ ভারতীয় মিউজিক শোনানো হয়। অনির্বাণদের মতো স্থানীয় এবং অতিথি সঙ্গীতবিদরা এখানে অনুষ্ঠান করে থাকেন।

আমেরিকায় অনির্বাণের আর একটি উল্লেখযোগ্য অভিজ্ঞতা হল প্রত্যেক বছর সানফ্রান্সিস্কো'তে জাকিরজীর উদ্যোগে একটি সাত দিনের রিট্রিটে অংশগ্রহণের সুযোগ পাওয়া। গোটা পৃথিবী থেকে বাছাই করা সঙ্গীতজ্ঞরা এখানে অংশগ্রহণের সুযোগ পান। ওই ক'দিন গোটা পৃথিবীর কোলাহল থেকে ওঁরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। ফোন, ইন্টারনেট কোনও কিছুই চালু থাকে না ওখান। শুধু গান আর বাজনা। জাকিরজী এবং ওঁর স্ত্রী টনি ভাবী'ও ছাত্রদের সঙ্গে মিলে মিশে থাকেন।

সবচেয়ে বড় কথা ২০০০ সালে বিশ্বব্যাঙ্ক (আইএমএফ)-এর উদ্যোগে এক অনুষ্ঠান অনির্বাণ প্রথম বড় মঞ্চে একক বাদনের সুযোগ পান। এরপরে আজকের বিশ্ব বিখ্যাত ২৬ জন ভারতীয় সঙ্গীত শিল্পীর সঙ্গে সঙ্গত করেছেন অনির্বাণ। এর মধ্যে একাধিক জন গ্র্যামি পুরস্কারপ্রাপ্ত এবং গ্র্যামি নমিনেটেড পণ্ডিত ও ওস্তাদরাও রয়েছেন। যেমন - গুলাম আলি, পঙ্কজ উধাস, হরিপ্রসাদ চৌরাশিয়া, বিশ্বমোহন ভাট, এল সুব্রমনিয়ম, কবিতা কৃষ্ণমুর্তি প্রমুখ।

কেবল মাত্র আমজাদ আলি খান, অনুষ্কা শংকর এবং শিবকুমার শর্মা ও যশরাজি'র সঙ্গে এখনও বাজানোর সুযোগ হয়নি তার। এছাড়া পৃথিবীর অধিকাংশ বিশ্ববিখ্যাত মঞ্চেও একক বাজানোর সুযোগ এসেছে তাঁর।

নিউইয়র্কের একটি সংস্থা যাঁরা অটিজম আক্রান্ত শিশুদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের জন্য কাজ করে থাকেন তাঁদের সেবাতেও নিজেকে উৎসর্গ করেছেন অনির্বাণ। এই সংস্থাটির নাম 'আর্ট স্পিকস ফর অটিজম'। কলকাতায় আগামী ২৪ মার্চ জিডি বিড়লা সভাঘরে তিনি তাঁর 'রিদম ইটারন্যাল' সংস্থার পক্ষে তাঁর বাবা প্রয়াত অখিল রায় চৌধুরীর স্মরণে যে আনন্দ সন্ধ্যা'র আয়োজন করেছেন তারও অন্যতম সহযোগী 'আর্ট স্পিকস ফর অটিজম'।

স্ট্রাগলিং পিরিয়ডের সময় কখনও ভেঙে পড়েছেন কিনা সেই প্রশ্নের উত্তরে অনির্বাণ বললেন, 'ছাত্র থাকার সময় একটা জিনিস শিখেছিলাম যদি ভেঙে পড়ি তাহলে তো ওখানেই শেষ হয়ে যাব। আমার গুরু বলেছিলেন, লক্ষ্মী-সরস্বতী দুই বোন।

যদি পয়সার কথা না ভেবে সরস্বতীর সেবা প্রাণ দিয়ে করতে পারিস তবে লক্ষ্মী তোর কাছে এমনিতেই আসবে। আর যারা সর্বোচ্চ স্থানে পৌঁছে গিয়েছেন তাঁদেরও তো স্টেটাস মেন্টেন করতে স্ট্রাগল করতে হয়। আমরা যতই লড়াই করব ততই আরও স্বপ্নের দুয়ার খুলে যাবে। ওখানেই জীবনের সব আনন্দের চাবি-কাঠি লুকিয়ে আছে।'

NOTICE INVITING QUOTATION

1.Sealed quotations are hereby invited from reputed agencies for supply of Fax machine including power cable and telephone jack (Modi/Sumsong /Panasonic/Crompton made) on temporary per day hired basis by the Office of the Distirct Magistrate & District Election Officer, South 24 Parganas, Infrasturcture Cell (1st flr), New Administrative Building, Alipore, Kolkata - 700 027 in connection with ensuing 16th Lok Sabha General Election, 2014.

2. Rate of hiring charges of Fax machine must be quoted seperatly both in words and in figers on per machine per day hiring basis.

3. In case of any Fax machine goes 'out of order' the quotationerer is liable to repleas it with 2 hours from the time of reporting such fualt otherwise penalty will be charged.

4. Sealed quotaion will have to be dropped in a tender box kept at the Office chamber of the Nezarath Deputy Collector, South 24 Parganas who is also the O/C of the Infrastructure Cell from 11:00 AM to 3:30 PM on all working days except Sundays.

5. Each intending tenderer must deposit non-refundable purchasing fee of Rs. 200 (Rupees two hundred) and an earnest money of Rs. 2,000/- (Rupees two thousand) drawn in favour of **'District Magistrate, South 24 Pgs'** payable at SBI, Alipore Court Tresury Branch, without which no quotation shall be considered valid. The purchasing fee and the earnest money is to be deposited in the form of Bank Draft.

6. They should furnish a credential of similar nature of supply performed with Central Govt./any State Govt./any PSU/Corporate body within last 5 years.

7. The last date and time of submission of the quotation is **24.03.2014 upto 3:00 PM.**

8. The date and time of opening of the quotation is **24.03.2014 at 4:00 PM** at the chamber of Nezarath Deputy Collector, South 24 Parganas. The intending quotations or their authorised representatives may remain present at the time of opening of the quotation.

9. The undersigned reserves the right to accept or reject any quotation without assingning any reason, whatsoever.

The successful quotationer should supply Fax machines as per direction of the undersigned.

Sd/-
Addl. District magistrate(I) &
Addl. District magistrate(Infra)
South-24 Parganas, Alipore

৩৭০(২)/জে.ত.স.দ./২৪ পরঃ (দঃ)/১৮.৩.১৪

ধ র্ম

ত্রিপুরার একমাত্র সতীপীঠ ত্রিপুরেশ্বরী

পীঠমালা তন্ত্রে শিব-পার্ব্বতী সংবাদের এক-পঞ্চাশৎ বিদ্যোৎপত্তিতে বলা হয়েছে ত্রিপুরা দেশে সতীর দক্ষিণ পদ পড়ায় সেখানে পীঠদেবী ত্রিপুরা এবং ত্রিপুরেশ ভৈরব অবতীর্ণ হয়েছেন। এই পীঠদেবী ত্রিপুরা রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী উদয়পুরে প্রতিষ্ঠিত আছেন। সেখানকার বিভাগীয় অফিস থেকে পূর্বদক্ষিণ কোণে একক্রোশ দূরে একটি সামান্য উঁচু পাহাড়ের ওপরে মন্দিরটি অবস্থিত আছে। দেবীর মন্দির কতকটা কালীঘাটের মায়ের মন্দিরের আদলে তৈরি। মূল দরজা পশ্চিম দিকে। উত্তর দিকে ছোট একটি দরজা আছে তা পরবর্তী সময়ে খোলা হয়েছে বলে অনুমান করা হয়। মন্দিরের বাইরের পরিমাপ হল, ২৪X২৪ ফুট এবং ভেতরে পরিসর ১৬X১৬ ফুট। চারদিকে দেওয়াল ৮ ফুট চওড়া, উচ্চতা ৭৫ ফুট।

পুরনো দিনের প্রণালী অনুসারে নাতিস্থূল ইষ্টক ও উৎকৃষ্ট মসলা দিয়ে এই মন্দির তৈরি হয়েছে। মন্দিরের দেওয়ালগুলি এত মজবুত যে, দূর থেকে আসা কামানের গোলাও সহজে এই মন্দিরের কোনও অনিষ্ট করতে পারবে না। এখানে উল্লেখ্য, ত্রিপুরার মহারাজ ধন্যমাণিক্যের শাসনকালে এই মন্দির তৈরি হয়েছিল। প্রতিষ্ঠাকাল ১৪২৩ শকাব্দ। রাজমালায় পাওয়া যায়, এই মন্দির তৈরির সময় মহারাজ ধন্যমাণিক্য চট্টগ্রাম থেকে মায়ের বর্তমান মূর্তি আনিয়েছিলেন। ত্রিপুরায় আনার কতদিন আগে এই বিগ্রহ তৈরি করা হয়, মগেদের দ্বারা পূজিত হওয়ার আগে কোনও বংশে কতদিন তাঁর পুজো করা হয়েছে, চট্টগ্রামে তিনি কতদিন ছিলেন, সেসব বিষয়ে জানা যায় না। এজন্য বর্তমানে মন্দিরে দেবীর যে মূর্তি আছে তা কতদিনের পুরনো তা জানা সম্ভব নয়। এছাড়া বর্তমান মূর্তি স্থাপনের আগে মন্দিরে অন্য কোনও মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল না, বা সেখানে দেবতার পূজার্চনা হত কিনা, তাও কোনওভাবে জানা সম্ভব হয়নি।

দেবালয়ের সামনে দাঁড়ালে চোখে পড়বে এক সুবিস্তৃত প্রান্তর। এই প্রান্তরকে বলা হয় সুখসাগর। অনেকদিন আগে এখানে একটি বিশাল হ্রদ ছিল, যা ক্রমেই চারদিকের ছোট ছোট পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়া মাটি পড়ে এখন শস্যক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। মন্দিরের পূর্বদিকে একটি দীঘি আছে যা পুরনো হলেও এর জল খুব পরিস্কার। মহারাজ কল্যাণমাণিক্যের আমলে এই দীঘি খনন করা হয় বলে এর নাম রাখা হয় 'কল্যাণ সাগর'।

মহারাজ দৈত্যের ছেলে ত্রিপুর, অত্যন্ত ক্রুর প্রকৃতির, অত্যাচারী এবং উদ্ধত স্বভাবের ছিলেন। দৈত্য শত চেষ্টা করেও তাঁর দুশ্চরিত্রতা কোনওভাবে নিবৃত্ত করতে পারেননি। কালক্রমে বার্ধক্যে উপনীত হওয়ার পর ছেলের হাতে রাজ্যভার অর্পণ করে তিনি

বাণপ্রস্থে চলে যান।

রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব পাওয়ার পরেও ত্রিপুরের চরিত্রের কোনও পরিবর্তন হয়নি। দুর্দমনীয় রণস্পৃহা, প্রজাপীড়ন, লঘুদোষে প্রাণদণ্ড, অবিচার, পররাজ্য ও পরস্ত্রীহরণ ইত্যাদি অনাচারে আশেপাশের সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। একসময় স্বয়ং মহেশ্বর, প্রজাদের দুর্দশায় ব্যথিত হয়ে দ্বাপরের শেষভাগে সংহার মূর্তি ধারণ করে নিজের হতে ত্রিপুরকে সংহার করেন। রাজরত্নাকর গ্রন্থে মহাদেব কর্তৃক ত্রিপুরের নিহত হওয়ার যে বিবরণ পাওয়া যায় তা থেকে আভাস পাওয়া যায়, শিবদ্বেষী ও অত্যাচারী ত্রিপুরের প্রতি রাজমন্ত্রীসহ সকলের মনেই বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়। এমনকী এমন তথ্যও পাওয়া যায়। রাজাকে সংহার করার জন্য তারা সম্রাটের চিরশত্রু হেড়ম্বপতির শরণাপন্ন হন। তখন হেড়ম্বশ্বর মানত করলেন, 'ইহার মহারাজ ত্রিপুরের বিরুদ্ধবাদীর ভাগ করিয়া আমার মনোগত ভাব জানিতে আসিয়াছে। আমি যদি ইহাদের নিকট মনের কথা প্রকাশ করি, তবে বিপদের আশঙ্কা আছে।' একথা ভেবে হেড়ম্বেশ্বর রেগে গিয়ে তাদের আপন রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দেন।

প্রজারা ত্রিপুর-রাজমন্ত্রী নরসিংহের কাছে গেলে তিনি বললেন, 'মহাদেবের কৃপালাভ ব্যতীত এই বিপদ হইতে পরিত্রাণের অন্য উপায় নেই। রাজা রাজধানীতে অবস্থানকালে আমরা এই কার্য্যে লিপ্ত হইব না। কারণ, আমরা তাঁহার অকল্যাণ কামনা করিতেছি, ইহা যদি কর্ণগোচর হয়, তবে আমাদের বিপদ আরও ঘনীভূত হইবে। রাজা মৃগয়া প্রিয়, তিনি যখন মৃগয়া ব্যাপদেশে বনে গমন করিবেন, তখন আমরা মহাদেবের অর্চনায় প্রবৃত্ত হইবে।' এরপর এ পরিকল্পনামতো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল। মহাদেবের কাছে আকুল প্রার্থনা করার পর তিনি অত্যাচারী ত্রিপুরকে দমন করার ব্যবস্থা করলেন। এর দ্বারা বোঝা যায় এই ত্রিপুরাই বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্য এবং পীঠদেবী ত্রিপুরা সুন্দরী। জ্যোতিস্তত্ত্বগত কূর্মচক্র, চৈতন্য ভগবত, কবিকঙ্কণ চণ্ডী ও ক্ষিতীশাবংশাবলী প্রভৃতি বইতে বর্তমান ত্রিপুরার নাম উল্লেখ আছে।

মহারাজ ত্রিলোচন, চতুর্দশ দেবতাের পুজার্চনার জন্য দণ্ডীদের সাগরদ্বীপ থেকে আনবার জন্য দূত পাঠিয়েছিলেন। রাজমালার ত্রিলোচন খণ্ডে এর উল্লেখ রয়েছে। উদ্ধত এবং অধার্মিক ত্রিপুর তখনও জীবিত আছেন মনে করে দণ্ডীরা ত্রিপুরায় আসতে সাহস করেননি। এই সূত্রেই সাগর দ্বীপের সঙ্গে ত্রিপুরার যোগাযোগ ছিল এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়। কথিত আছে, মহারাজ ত্রিলোচনের সঙ্গে দণ্ডীদের আগে থেকেই যোগাযোগ ছিল এবং রাজার অত্যাচারের বিষয়ে দণ্ডীরা জানতেন। রাজরত্নাকারের মতে, এই দণ্ডীদের আগে দ্রুহ্য সন্তানেরা দেবতার সেবাইত ছিলেন। মহারাজ ত্রিপুরের অত্যাচারে তাঁরা সেই স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হন। এইসব ঘটনার দ্বারা জানা যায়, সুন্দরবনে রাজধানী থাকার সময়ে সন্তদের সঙ্গে রাজবংশের ঘনিষ্ঠতা হয় এবং সেই সূত্রেই কিরাত দেশে রাজ্য স্থাপনের জন্য তাদের আনা হয়। চন্তাই নামে জনৈক দণ্ডী ত্রিপুর রাজবংশের বিচরণ প্রাচীনকাল থেকে সংগ্রহ করেছেন। রাজমালা, রাজরত্নাকর প্রভৃতি ত্রিপুরার ইতিহাস তাঁর মুখ থেকে শুনেই রচিত হয়েছে। এইভাবেও ত্রিপুর রাজবংশের সঙ্গে সাগরদ্বীপের ঘনিষ্ঠতা হয়। সম্ভবত সেই কারণেই সুন্দরবনে স্থাপিত ত্রিপুর সুন্দরী মূর্তি দ্বারা ত্রিপুরার সঙ্গে সাগরদ্বীপের সম্বন্ধ সূচিত হয়। কালিদাস দত্তের লেখা, 'সুন্দরবনের প্রাচীন ইতিহাস' বইতে ত্রিপুরাসুন্দরীর উল্লেখ রয়েছে। ওই বইতে অম্বুলিঙ্গের নামও পাওয়া যায়। সেখানে আছে, বর্তমান সময়ে উক্ত প্রদেশের প্রাচীরতত্ত্বের নিদর্শন সমূহের মধ্যে ভাগিরথী নদীর পশ্চিমকূলে বড়াশীতে অম্বুলিঙ্গ, ছত্রভোগ ত্রিপুরাসুন্দরী ও অন্ধমুনি প্রভৃতি নামে কতকগুলি প্রাচীন হিন্দু তীর্থক্ষেত্র বিদ্যমান আছে।'

ত্রিপুরাসুন্দরী শব্দের পাদটীকায় লেখা আছে, 'ত্রিপুরাসুন্দরী তীর্থক্ষেত্রে এইক্ষণে ত্রিপুরা বালা ভৈরবী নাম্নী এক দারুময়ী দেবীমূর্তি প্রতিষ্ঠিতা আছেন। এই দেবালয়ের পুরোহিতগণ বলেন যে উহা একটি পীঠস্থান এবং দেবী ত্রিপুরাসুন্দরী শক্তি ও বড়শিব অম্বুলিম্ব ভৈরব। সাধারণের বিশ্বাস, তথায় দেবীর বক্ষস্থল (বুকের ছাতি) পড়িয়াছিল। কথিত আছে যে, উক্ত ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর মন্দির বহু প্রাচীন কালে কৃষ্ণচন্দ্রপুর গ্রামের নিকটবর্তী গ্রামের নিকটবর্তী কাটান দীঘি নামক স্থান ছিল। পরে উহা তথা হইতে ছত্রভোগে স্থানান্তরিত হয়। এইক্ষণে যে দেবীগৃহ ছত্রভোগে বর্তমান আছে, উহাও তথাকার প্রাচীন মন্দির নহে। ১২৭১ সালে ঝড়ে উক্তপ্রাচীন মন্দির পড়িয়া যাইবার পরে ইদানীন্তন মন্দিরগৃহ নির্মিত হইয়াছে।

হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়

(চলবে)

ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির

বাস্তুশাস্ত্র: অফিস ও বাড়ীতে সুস্থ পরিবেশ

বাস্তুশাস্ত্র অনুযায়ী অফিস ও বাড়িতে কীভাবে সুস্থ পরিবেশে তৈরি হবে বর্ণনা করা হল:- ১) বাড়ির প্রধান ফটক সবসময় ভেতরের দরজার আয়তন থেকে যেন বড় হয়। প্রধান ফটক যে কোনও দিকে হতে পারে শুধু দক্ষিণ-পশ্চিমে ছাড়া।

২) ব্রহ্মস্থান যাতে খোলা না থাকে সেজন্য লবি, ড্রয়িং, ডাইনিং হল এই জায়গায় তৈরি হওয়া উচিত।

৩) আত্মাকে শান্তি দেওয়ার জন্য 'টেনশন' ও রোগভোগের থেকে নিজেকে দূরে থাকতে কখনও বাড়ির মধ্যে রবার গাছ, বনসাই, ক্যাকটাস অথবা দুধ তৈরির কারখানা রাখবেন না।

৪) কখনও কোনও প্রস্তাবিত 'বিম' এর তলায় টেনশন অথবা অসুস্থতা দূর করার জন্য বিশ্রাম নেবেন না বা ঘুমোবেন না।

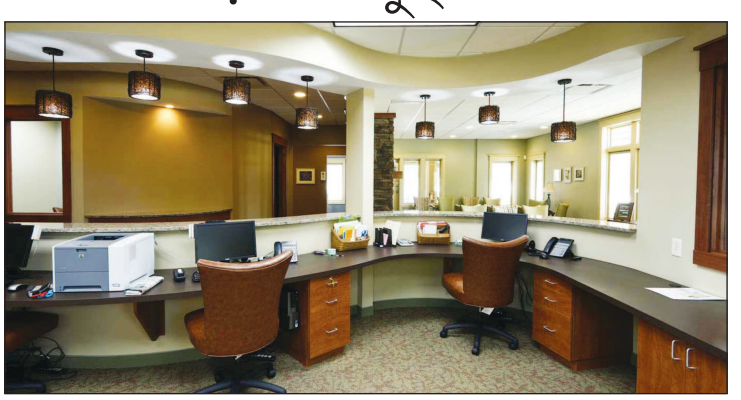

৫) কখনও বাড়ির মধ্যে অকেজো, না সারানো অবস্থায় থাকা বন্ধ হয়ে যাওয়া ঘড়ি, টেলিফোন,রেডিও, মিক্সার, খারাপ হয়ে যাওয়া বল পেন, ক্যাসেট বাড়িতে রাখবেন না।

৬) বাড়িতে লাগাতে হলে উঁচু পাহাড়ের ছবি (যেখানে জল থাকবে না।) দক্ষিণ-পশ্চিম মুখ করে রাখুন এর ফলে আপনার নিরাপত্তাহীনতাজনিত মানসিকতা দূর হয়ে যাবে।

৭) সবসময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে, আপনার অফিসের কোনও মার্বেল বা টালি ভেঙে গিয়েছে কিনা। যদি থাকে তাহলে খরিদ্দার এবং পার্টনারদের মধ্যেও তার প্রতিফলন পড়বে। কোনও উপায় না থাকলে ওই ভাঙা জায়গার ওপর কার্পেট পেতে দিতে পারেন।

৮) পণ্যের বিক্রি বাড়ানোর জন্য, লাল ফিতেয় তিনটি করেন সেলস্ ফাইল, ইনভয়েস বুক অথবা অর্ডার বুকের সঙ্গে বেঁধে রাখুন।

৯) কনফারেন্স রুম অথবা বোর্ডরুম পূব অথবা পশ্চিম দিকে মুখ করে তৈরি হওয়া উচিত। পূবদিকে লক্ষ্য রেখে যে কোনও সিদ্ধান্ত নিলে তা সফল হবেই।

১০) পুজোর ঘরের পর রান্নাঘর তৈরির ব্যাপারে অবশ্যই নজর দেওয়া উচিত। রান্নাঘরের উত্তর-পূবদিকে যে কোনও দেবতার মূর্তি বসানো যেতে পারে।

বাস্তুর নানান বিষয়ে আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেবেন প্রখ্যাত বাস্তুবিদ প্রতুল চন্দ্র দাশ। চিঠি পাঠানোর ঠিকানা: বাস্তুশাস্ত্র, প্রযত্নে আলিপুর বার্তা,৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০০২৭।

মালয়েশিয়ার বিমান কোথায় গেল

প্রথম পাতার পর

সংবাদ জানা গিয়েছিল। কিন্তু তারপর সংশ্লিষ্ট সমস্ত দেশই চুপচাপ। একশো বছরেরও আগে আইনস্টাইন 'আপেক্ষিকতাবাদের তত্ত্ব' বা 'থিওরী অব রিলেটিভিটি আবিষ্কার করে সারা ফেলে দিয়েছিলেন। যদিও সেই আবিষ্কারের জন্য তিনি নোবেল না পেলেও ওই তত্ত্বেই বিশ্ববাসী এক গাণিতিক তত্ত্ব 'টুইন প্যারাডক্স' পেয়েছিল। যেখানে পার্থিব বয়স, সময় আর পৃথিবীর বাইরের সময়, বয়স সম্পর্কে ফারাক হয়ে যাবার সম্ভাবনা। ভারতীয় যোগসাধনার নানা স্তরে এমনই নানা আপাত অসম্ভব ঘটনা বিভিন্ন সময়ে জানা যায়। হিমালয়ের জ্ঞানগঞ্জ যেখানে বহু যোগী সাধকদের সাধনাস্থল বলা হয় যেখানে তরিৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ অজ্ঞাত কারণে ক্রিয়াশীল নয় বলে জানা যায়। আধুনিক গুগুল সার্চ এ-ও হিমালয় সংলগ্ন অঞ্চলটি অদৃশ্য। চতুর্থ মাত্রা বা ফোর ডাইমেনশন ভাবনাটি সম্ভবত এইসব কার্যকারণের মধ্যেই নিহিত। বিজ্ঞানী মহলে হয়তবা এমন আপাত অসম্ভব ব্যাপার আবিষ্কার হয়ে থাকলেও সংশ্লিষ্ট দেশ তাদের প্রতিরক্ষার কারণেই রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা বজায় রেখে চলেছেন। যেমনটা আজকের অতি প্রয়োজনীয় ইন্টার নেট বিষয়টি বহু বছর আগেই আমেরিকায় আবিষ্কার হয়েছিল। তাঁরা স্রেফ তাদের সেনা বাহিনীর স্বার্থে 'আরপা নেট' এর মধ্যে বিষয়টি সীমাবদ্ধ রেখে ছিল। বহিঃবিশ্বে 'নেট'কে দীর্ঘদিন গোপন রেখেছিল।

এমনকী চাঁদের মাটিতে প্রথম পা রাখা নিয়ে এবং সেই ছবি নিয়ে কম বিতর্ক হয়নি। মহাকাশ গবেষণা সংস্থা 'নাসা' থেকে একদা কয়েকজন স্বনামধন্য বিজ্ঞানী পদত্যাগ পর্যন্ত করেছিলেন। উল্লেখ্য,একদা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ লগ্নে ইঙ্গ মার্কিন গোয়েন্দাদের চোখে ধুলো দিয়ে বিমান দুর্ঘটনার কল্পিত কাহিনী আড়ালে উধাও হয়ে যান নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। গতবছর এলাহাবাদ হাইকোর্ট রায় দেন উত্তরপ্রদেশ সরকারকে। ১৯৮৫ সলের ১৬ সেপ্টেম্বর ফৈজাবাদের বাসভবন থেকে অন্তর্হিত নাম না জানা সন্ন্যাসী 'গুমনামী বাবা' বা ভগবানজির প্রকৃত পরিচয় তদন্ত কমিটি গড়ে তিন মাসের মধ্যে জানাতে বলেছিল, বর্তমান উত্তরপ্রদেশ সরকার সে কথা রাখেনি। নানা মামলা মকদ্দমায় এলাহাবাদ কোর্টের নির্দেশকে এখন ঠাণ্ডা ঘরে পাঠানোর জন্য নানা গোষ্ঠী, প্রেসার গ্রুপ ব্যস্ত। উল্লেখ্য নেতাজী তদন্ত কমিশনের চেয়ারম্যান মনোজ মুখার্জি জানিয়েছিলেন যে, তিনি একশো শতাংশ নিশ্চিত যে ভগবানজিই নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। সন্ন্যাসী রূপে রাশিয়া থেকে তিব্বত নেপাল হয়ে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। ভগবানজির সঙ্গে অতিগোপনে নেতাজীর পূর্ব পরিচিতও পরবর্তী প্রজন্মের অনেকেই যোগাযোগ রাখতেন। ভগবানজির গোপন ডেরায় যাঁরা যেতেন তাঁদের আলোচনা ছদ্মনামে 'ওই মহামানব আসে' বইতে প্রকাশিত হয়েছে। ভগবানজির বক্তব্যে উঠে এসেছে এক অসম্ভবের সম্ভাবনা যা আজকের বিমান নিরুদ্দেশের ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। কারণ, ২০০৩ সালে একটি যাত্রীবাহি নাইজেরিয়ান বিমান নিখোঁজ হয়েছিল, আজও সেই বিমানের হদিশ মেলেনি। বিশ্বের বিজ্ঞানীদের ওপর কোনও কোনও ক্ষেত্রে প্রভাবশালী গোষ্ঠীর নিষেধাজ্ঞা নিয়ে সম্ভাবনা বাড়ছে। এ ব্যাপারে ভগবানজির ভাষ্য তুলে ধরছি -''মানুষ অন্ধ, মানুষের অন্ধত্বের সীমা আছে। সাধারণ মানুষ অন্ধ নয়, তাদের চোখে ছানি পড়েছে, অর্থাৎ কোনও কোনও সময় ছানির চিকিৎসা করলে সারবে না, আরাম হতে পারে। Government-এর declared policy হল space track সম্বন্ধে secret যা কিছু Public-কে জানিও না। এই যে Unknown flying object লক্ষ লক্ষ Public দেখেছে, এটাকে Government level-এ একটি Government-ই স্বীকার করেছে, তাহল Brazil। যতবার moon rocket-এর পাশে পাশে একটি Unknown object চলেছে এবং প্রত্যেকবার Base-এ ধরা হয়েছে। তা Public-এর কাছে disclose করা হয়নি। এসমস্ত লুকিয়ে রাখা সত্বেও কিছু কিছু বেরিয়ে যায়-ই এই অজ মুর্খেরা একটা জিনিসের হদিশ কি আজও পেয়েছে, যেমন একটি craft যাচ্ছে আকাশে, তার প্রতেকটি জিনিস Perfectly কাজ করছে, কিন্তু হঠাৎ তা অদৃশ্য হয়ে গেল। এরকম অনেক news বেরোয়, একটা জাহাজ চলেছে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল, কোনও trace নেই। তার জন্য ডুবরী নেমেও trace করতে পারে না, তাছাড়া কতরকম খবর আসে। অমুক লোক অমুক জায়গায় বেরিয়েছেন তার পরে কোনও খবর নেই। No trace।

চাপ চাপ ধোঁয়া উঠতে দেখেছ? এ রকম যখন কাঠকয়লা, ঘুঁটের চাপ চাপ ধোঁয়া ছড়িয়ে উঠছে, miniature মেঘের মতো, তাকিয়ে দেখবে অনেকগুলি line-এর মতো, স্রোতের মতো কতকগুলি হয়। অনেকটা এইরকম তোমাদের পৃথিবীর মাটি ছুঁয়ে আছে atmosphere। মাছের atmosphere হল জল, তোমাদের চারিধারে রয়েছে এমন বিভিন্ন density-র চাপ বা স্তর। এরকম বিভিন্ন স্তর একটার উপর একটা রয়েছে। যত উপরে উঠছো তার density কমছে। এরই মধ্যে তোমাদের বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আছে। ধোঁয়ার মধ্যে যে shaft তৈরি হয়, এরও মধ্যে এমনি shaft আছে। ধোঁয়ার মধ্যে যেমন ফাঁকা জায়গা আছে, পৃথিবীর ওপর এমনি ফাঁকা ফাঁকা জায়গা। এগুলি তোমার চোখে পড়বে না, Radi screen লাগিয়ে দিলেও চোখে পড়বে না। এমন চক্রের মধ্যে পড়লে তুমিও উধাও হয়ে যাবে। এই Unseen funnel-এর মধ্যে aeroplane পড়লে vanish হয়ে যায়, without any trace¡। আর ফিরে আসবে না এই পৃথিবীতে। এমন অনেক আছে। আমি মোটে ১৫/১৬টি জানি কিন্তু আমার জানার বাইরে এমন অনেক আছে। কত বিচিত্র এই সৃষ্টি, যদি কেউ বলে এরকম কেন, সে কেন'র জবাব সে পাবে না, কারণ যে জিজ্ঞাসা করছে সে জবাব পাবার উপযুক্ত নয়। এমন অনেক ঘটনা আছে, formation-এ aeroplane যাচ্ছে হঠাৎ দেখা গেল একটি aeroplane অদৃশ্য হয়ে গেল। যেদিন এর কারণ জানতে পারবে সেদিন ত্রাহি ত্রাহি রব উঠবে। যেদিন আমি প্রথম জানলুম সেদিন আমার সঙ্গে আমার চক্রে দু'জন ছিলেন।'' ভগবানজির এমন ভাষ্য আংশিক পাওয়া গিয়েছে যাতে প্রশ্ন ও অভাবনার খোরাক রয়ে গেছে। থ্রিডাইমেনশন থেকে ফোর ডাইমেনশানে বিজ্ঞানের আদৌ উত্তরণ ঘটেছে কিনা এবং সেই সংবাদ বিশ্বের মুষ্টিমেয় দেশের কুক্ষিগত কিনা তা অন্তত প্রকাশ্যে আসুক। হতভাগ্য যাত্রীরা সুস্থ শরীরে ফিরে যাক যে যার পরিবারের কাছে এবং সংশ্লিষ্ট দেশগুলির অনুসন্ধান সর্বতোমুখী হোক, এটাই কাম্য।

NOTICE INVITING QUOTATION

1.Sealed quotations are invited in their respective pad from experienced hotel owners/caterers having sufficient credentials and willing to supply breakfast, lunch, dinner, tiffin, coffee/tea/biscuits etc. by the Office of the Distirct Magistrate & District Election Officer, South 24 Parganas, Infrasturcture Cell (1st flr), New Administrative Building, Alipore, Kolkata - 700 027 in connection with ensuing 16th Lok Sabha General Election, 2014 for DC/RC and counting venue at (i) Hastings House Complex, (ii) Bijoygarh College, (iii) Gitanjali Stadium, (iv) Gyan Ghosh Polytechnic College.

2. The rates will have to be quoted separately **both in figures and in words for each** of the items (meal/tiffin etc.), details of which and **given in a separate schedule.** The meal/tiffin etc. in all cases will have to be served as tiffin packets/meal packets.

3. Sealed tenders will have to be dropped in a tender box kept **at the Office chamber of the Nezarath Deputy Collector, South 24 Parganas who is also the O/C of the Infrastructure Cell from 11:00 AM to 3:30 PM on all working days except Sundays.**

4. Each intending tenderer must deposit non-refundable purchasing fee of Rs. 1000 (Rupees one thousand) and an earnest money of Rs. 10,000/- (Rupees ten thousand) drawn in favour of **'District Magistrate, South 24 Pgs'** payable at SBI, Alipore Court Treasury Branch, without which no quotation shall be considered valid. The purchasing fee and the earnest money is to be deposited in the form of Bank Draft.

5. They should furnish upto date **Sales Tax & Professional Tax clearance certificates** along with the tender.

6. They should furnish a credential of similar nature of supply performed with Central Govt./any State Govt./any PSU/Corporate body within last 5 years.

7. The **last date and time** of submissing the tender is **24.03.2014 upto 2:00 PM.**

8. The **date and time** of **opening** the tender is **24.03.2014 at 3:00 PM at the chamber of Nezarath Deputy Collector, South 24 Parganas.** The intending tenderers or their authorised representatives may remain present at the time of opening of the tender.

9. The undersigned reserves the right to accept or reject any tender without assingning any reason, whatsoever.

10. Each Quotationer should by required to furnished sample packet (Tiffin/Meal/Dinner) on the day of the opening of the tender.

Schedule

Details of food to be supplied are given below:

Sl. No.	Particulars	Rate per plate/cup/ pc to be quoted unit	Remarks
1.	**Tiffin (Breakfast)**		
	a) 4 (four) pcs. Luchi, Alurdam, Sweet (Sandesh/Rasogolla).		
	b) **Tiffin (Afternoon)** 1 pc. Patties, 1 pc. Sandesh, 1 pc. Darbesh		
2.	**Meal (Lunch)** Rice-150 gm, Fish-100 gm, Dal, Vegetable, Alubhaja, 1 pc. Onion & Lemon (with one Plastic big spoon & tissue paper).		
3.	Meal (Dinner)		
	a) Fried rice (Deradun rice), Chiken-150 gm with curry, 1 pc. Sandesh.		
	b) Fried rice, Fish-150 gm with curry		
	c) Rice, Chicken-150 gm with curry, 1 pc. Sandesh		
4.	**Coffee per cup in paper glass**.		
5.	**Tea per cup in paper glass.**		
6.	Biscuits-Cream Cracker (Britannia) per pc.		

(Note: All Tiffins/Meals are to be served in packets in hygienic condition)

Sd/-
Addl. District magistrate(I) &
Addl. District magistrate(Infra)
South-24 Parganas, Alipore
14/3/2014

৩৬৯(২)/জে.ত.স.দ./২৪ পরঃ (দঃ)/১৮.৩.১৪

মুরলী-ওয়াকারের দাওয়াই

ষোলো পাতার পর

বোলারের ভিডিও অ্যানালেসিস করে এই সপ্তাহ থেকেই আগামী ৪ মাসের জন্য প্র্যাক্টিস সিডিউল তৈরি করে দিয়েছেন। সিএবি কর্তারাও উৎসাহিত হয়ে প্রত্যেককে ট্রেনিংয়ের সমস্ত সুযোগ সুবিধা দিতে উৎসাহী। পাশাপাশি আগামী মাস থেকেই জেলা থেকে প্রতিভা তুলে আনার অভিযান তাঁরা শুরু করবেন বলে কথা দিচ্ছেন। এখন দেখা যাক মহারাজ নিজের পারফরমেন্স ও ক্যাপ্টেন্সি'র অভিনবত্বের মাধ্যমে ভারতীয় দলের মধ্যে যেমন একটা একতাবদ্ধতা ও মাথা উঁচু করে চলার মনোবৃত্তি গ্রথিত করে দিয়েছিলেন, তেমনি বাংলার ক্রিকেটে নতুন রক্ত সঞ্চার করার জন্য তাঁর এই অভিনব উদ্যোগ কতটা সফল হয়।

থোড়-বড়ি-খাড়া নিয়েই সন্তুষ্ট দুই প্রধান

আগামী মরশুমেও পেশাদারী হয়ে চ্যাম্পিয়নশিপের দৌড়ে থাকার ইচ্ছে নেই

অভিমন্যু দাস

এবারের আইলিগ ভালো ফলের আর কোনও আশা নেই ধরে নিয়েই কলকাতার চার দল আগামী বছরের দল গড়ার পরিকল্পনায় ময়দানে নেমে পড়েছে। দল গড়ার ক্ষেত্রে কলকাতার দুই প্রধানের প্রথম কাজ হল কোচ বদল। আর্মান্দো কোলাসো এবং করিম বেঞ্চারিফার চাকরি এক প্রকার যাওয়া নিশ্চিত বলা যেতে পারে। দুটি ক্লাবের কর্তারা মুখে স্বীকার না করলেও নতুন কোচের সন্ধানে ইতিমধ্যেই নেমে পড়েছে। একটি বিশেষ সূত্রের খবর, মহামেডান শিল্ড জয়ী কোচ সঞ্জয় সেনকে রেখে দেওয়া হবে। ইউনাইটেড স্পোর্টস কি করবে এখনও জানা যায়নি। কারণ তাদের টিডি সুব্রত ভট্টাচার্যের ভাগ্য অনেকটা নির্ভর করছে ফেডারেশনের নতুন নিয়মের ওপর। কোচ বা টিডির ক্ষেত্রে যদি 'এ' লাইসেন্স প্রথা ফেডারেশন বাধ্যতামূলক করে তাহলে সুভাষ-সুব্রতকে এবার হয়ত আর কোনও দলের টিডি রূপে দেখা যাবে না।

ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের কোচের দৌড়ে দুটি নাম ভেসে আসছে। এরা হলেন ট্রেভর মর্গ্যান ও এলকো সাতোরি। মর্গ্যানের সঙ্গে ইস্টবেঙ্গলের একদল কর্তা অনেক দিন ধরেই কথা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কোলাসোকে নেওয়ার অগে তাঁকে ফিরিয়ে আনার ব্যাপার সেই কর্তাদের দল উদ্যোগী হয়েও ছিলেন। কিন্তু সচিব কল্যাণ মজুমদারের আপত্তিতে তা সম্ভব হয়নি। ফলে কোলাসোকে প্রথম থেকেই সেইসব কর্তাদের বন্দুক ঘাড়ে নিয়ে কাজ করতে হয়েছে। এবার তাঁর ব্যর্থতায় আবার সেই কর্তাদের দল প্রবলভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছেন কোচ বদলের জন্য। অবশ্যই তাঁদের পছন্দের ঘোড়া কোচ মর্গ্যান।

রাংদাজিয়াদের কাছে বিশ্রীভাবে হেরে মোহনবাগানকে এখন অবনমন বাঁচানোর লড়াই করতে হবে। এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে করিমকে নিয়ে সামনের মরশুম চলার পক্ষপাতি নয় বাগান কর্তারা। তারা মর্গ্যানকে টার্গেট করেছিলেন। কিন্তু মর্গ্যান বাগান কর্তাদের কাছে বিরাট অঙ্কের অর্থ দাবি করেছেন। ফলে মর্গ্যানের ব্যাপারে কিছু ব্যাক গিয়র দিয়েছেন বাগান কর্তারা। অন্যদিকে এলকোর এজেন্ট প্রতিদিনই বাগান কর্তাদের কাছে দরবার করছেন। ইউনাইটেডের কোচ রূপে তাঁর সাফল্য যে বিরাট কিছু তা কিন্তু নয়। একবার আইএফএ শিল্ড জয়, আইলিগে চতুর্থ। আর এবার আইলিগে টানা পাঁচ ম্যাচ হেরেছেন। ফেডকাপের গ্রুপ লিগেই বিদায়।

আমাদের কলকাতার দলগুলি নিজেদের পেশাদার দল রূপে মুখে নানা কথা বললেও কার্যকারিতায় তা প্রকাশ পায় না। বরং অপেশাদারিত্বের সমস্ত লক্ষণ তাদের কার্যকারিতায় ফুটে ওঠে। তারা কখনই ঝুঁকি নিতে চায় না। তা বিদেশি নির্বাচনের ক্ষেত্রেই হোক বা কোচ নির্বাচনে।

অথচ এই মুহূর্তে আইলিগের প্রথম তিন দলের দিকে যদি দেখা যায় তাহলে দেখবো তারা অনেক বেশি দল নির্বাচন ও কোচ নির্বাচনের ক্ষেত্রে ঝুঁকি নিয়েছে এবং সাফল্য পেয়েছে। ফেডারেশনের ফ্র্যাঞ্চাইজি টিম বেঙ্গালুরু প্রথম বছরই চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মুখে।

এরপর আগামী সংখ্যায়

বাংলার ক্রিকেটের ঘুম ভাঙাতে মুরলী-ওয়াকারের দাওয়াই

সঞ্জয় সরকার

বাংলার ক্রিকেট যতরকম সমস্যাতে আক্রান্ত হোক না কেন পরামর্শদাতা হিসেবে সৌরভ গাঙ্গুলী এসে প্রাণপণে চেষ্টা করছেন অচলায়তনে ঘা দেওয়ার। তাই যখন জাতীয় স্তরের ক্রিকেটে বাংলা বহু লড়াই করে সেমিফাইনালে উঠে আটকে যাচ্ছেন তখন একদম গোড়া ধরে নাড়া দেওয়ার জন্য বোলিং কোচ হিসেবে নিয়ে এলেন ওয়াকার ইউনুস ও মুরলীধরণকে। পাশাপাশি নিজেতো ব্যাটিং কোচ হিসেবে নিজে আছেনই। একটা কথা উঠে আসছে বার বার সৌরভের একার উদ্যোগে বাংলার ক্রিকেটারদের প্রতিভায় শান দেওয়ার জন্য সৌরভ যেরকম দুরন্ত টিম তৈরি করতে পারেন, শ্রীনিবাসনের মহাশক্তিধর ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড কেন যেরকম কোচিং টিম করতে পারে না। বাংলার তিন মোটিভেটারের পাশাপাশি তুলনা করুন ভারতীয় টিমের কোচিং ইউনিটের সদস্যদের পারফরমেন্স। সৌরভের নিজের ১১৩ টেস্টে ৭২১২ রান, ১৬টি শতরান, ৩১১টি ওয়ান ডে ম্যাচে ১১৩৬৩ রান, ২২টি শতরান। মুরলীর ১৩৩ টেস্টে ৮০০ উইকেট, ৩৫০টি ওয়ান ডে ম্যাচে ৫৩৪ উইকেট। অপরদিকে ওয়াকার ইউনিসের ৮৭ টেস্টে ৩৭৩ উইকেট, ২৬২টি ওয়ান ডে ম্যাচে ৪১৬ উইকেট। অপরদিকে ভারতীয় এ-টিমের মুখ্য কোচ ডান কান ফ্লেচার কখনও টেস্টই খেলেননি। ৬টি ওয়ান ডে ম্যাচে ১৯১ রান, শতরান নেই। আবার ট্রেভর পেনি টেস্ট দূরের কথা একদিনের ম্যাচও খেলেননি। ১৫৮টি ফাস্ট ক্লাস ম্যাচে ৭৯৭৫ রান। জো ভয়েসও টেস্ট-ওয়ান ডে কিছুই খেলেননি। শুধু সম্বল ৭৬টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচে ২৮৫ উইকেট।

ইতিমধ্যেই এই প্রকল্পের নাম দেওয়া হয়েছে ভিশন ২০২০। চিংড়িহাটার কাছে অবস্থিত যাদবপুর ইউনিভার্সিটির মাঠে নতুন ক্রিকেট সেন্টার গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। মুরলী এবং ওয়াকার দু'জনেই প্রাথমিক শিবির করে গেলেন। বাংলাদেশের বিশ্বকাপের পর সৌরভও ব্যাটিং শিবির করবেন। এই ধরনের শিবির যে কতটা প্রয়োজনীয় সে প্রসঙ্গে ওয়াকার ইউনুস বলেছেন, ইমরান খান, ওয়াসিম আক্রমদের সঙ্গে এই ধরনে শিবির করার ফলে তিনি নিজে উঠে এসেছিলেন।

অনুশীলনে বিভিন্ন ধরনের অভিনবত্ব দেখা গেল। সারা বছর যে সব ট্রেনারদের সঙ্গে থাকবেন বাংলার ক্রিকেটাররা তাঁদের সঙ্গে বসে প্রত্যেক বোলারের জন্য অলাদা ট্রেনিং ও খাদ্য তালিকা তৈরি করে দেওয়া হল। প্রত্যেককে হাতে ধরে ধরে বুঝিয়ে দিলেন গ্রিপ কিরকম হওয়া উচিত। বল ছাড়ার সময় শরীরটা কতটা ভাঁজ হবে। বিশেষ করে যে নির্দেশগুলি দিলেন তা হল, ১) বল ছাড়া সময় শরীরটাকে পেছনের দিকে ভাঁজ কর। এতে পাটাপিচ থেকেও বাড়তি গতি ও বাউন্স পাওয়া যায়। (২) স্ট্যাম্পের একদম পাশ থেকে বল করতে হবে। এতে সুইং যমেন বেশি হবে পাশাপাশি বোলিং রান ৯০ জিগ্রি কমে রেখে কাঁধের ওপর থেকে হাত নামালে বরে লাইন লেন্থের ওপর নিয়ন্ত্রণ অনেক বাড়বে। বলের গতি বাড়ানোর জন্য যেহাতে বল নেই সেই হাত যতটা সম্ভব কোমরের নীচে নামবে।

ভিশন ২০২০'র শুরুতে (বাঁদিক থেকে) ওয়াকার ইউনিস, জগমোহন ডালমিয়া, মুরলীধরন ও সৌরভ গাঙ্গুলী। ছবি: গুগুলের সৌজন্যে

মুরলী পরক করে দেখলেন বাংলার স্পিনার দেওয়ার 'দুসরা' দেওয়ার ক্ষমতা কতটা আছে। বেশ কয়েকজনকে দেখালেন যে, দীর্ঘদিন জাতীয় স্তরে খেলা সত্ত্বেও তাদের ফলোথ্রু ঠিক নেই। তিনি বললেন, স্পিন করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। এই দুসরা প্রয়োগ করতে আমার সাত বছর প্রাক্টিস করতে হয়েছে। আজকে যে আমি ট্রেনিং করাচ্ছি তার জন্য খেলা ছাড়ার পরে সপ্তাহে চার দিন বেশ কয়েক ঘণ্টা করে আমাকে প্রাক্টিস করতে হয়।

মুরলী ও ওয়াকার দু'জনেই অবার আগস্টের শেষ দিকে ছাত্রদের প্রগ্রেস পরীক্ষা করতে আসবেন। প্রত্যেক সপ্তাহে স্পিনারদের ৫ দিন ও পেসারদের ৪ দিন নিয়মিত সিএডির তত্ত্বাবধানে তাঁদের গাইড লাইন অনুসরণ করে প্রাক্টিস করানো হবে।

আগস্ট মাসে আবার আসার আগেই মুরলী স্পিনারদের জন্য কংক্রিটের পিচ চেয়েছেন। তাঁর বক্তব্য যে স্পিনার কংক্রিটের পিচে বল ঘোরাতে পারে সে বিশ্বের সব পিচেই টার্ন পাবে। আমির গোনি এবং ইরেশ সাকসেনাকে বিশেষভাবে ঘষামাজা করেছেন তিনি। এছাড়া আরও কয়েকজন জুনিয়র ক্রিকেটারকেও তাঁর তালিকায় রেখেছেন। অপরদিকে ওয়াকার ইউনুস সিএবি কর্তাদের অনুরোধ করেছেন বাংলার সমস্ত জেলায় নিবিড় অন্বেষণ চালিয়ে শক্তিশালী ও ফিট চেহারার বোলারদের তুলে আনতে। বিশেষ করে যাঁদের কাঁধে জোর রয়েছে। শরীর যদি ফিট থাকে এবং বোলিংয়ের প্রাথমিক শিক্ষাটুকু থাকে তাহলে তাঁদের ঘোষে মেজে অন্তর্জাতিক রাজপথে দৌড়নোর হদিস দেওয়ার দায়িত্ব তাঁর। সবচেয়ে বড় কথা মুরলী ও ওয়াকার দু'জনেই প্রত্যেকটি

এরপর পনেরো পাতায়

Owener: Nikhil Banga Kalyan Samiti. Printer & Publisher Sudhir Nandi. Published from 57/1A, Chetla Road,Kolkata- 27 and printed from Nikhil Banga Prakasani, Bibek Niketan, Samali, Bisnupur, South 24 Parganas. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri. Fax No. 033-2479-8591, Email: alipur_barta@yahoo.co.in, alipurbarta1966@gmail.com

সত্বাধিকারী ঃ নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি। **প্রকাশক ও মুদ্রক**ঃ সুধীর নন্দী। নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, সামালি, বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন - ২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। **সম্পাদক** ঃ ড. জয়ন্ত চৌধুরী। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২৭, ফ্যাক্স নং ঃ ০৩৩-২৪৭৯-৮৫৯১, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in, **সহ সম্পাদক** ঃ কুণাল মালিক।